

স্থাপিত



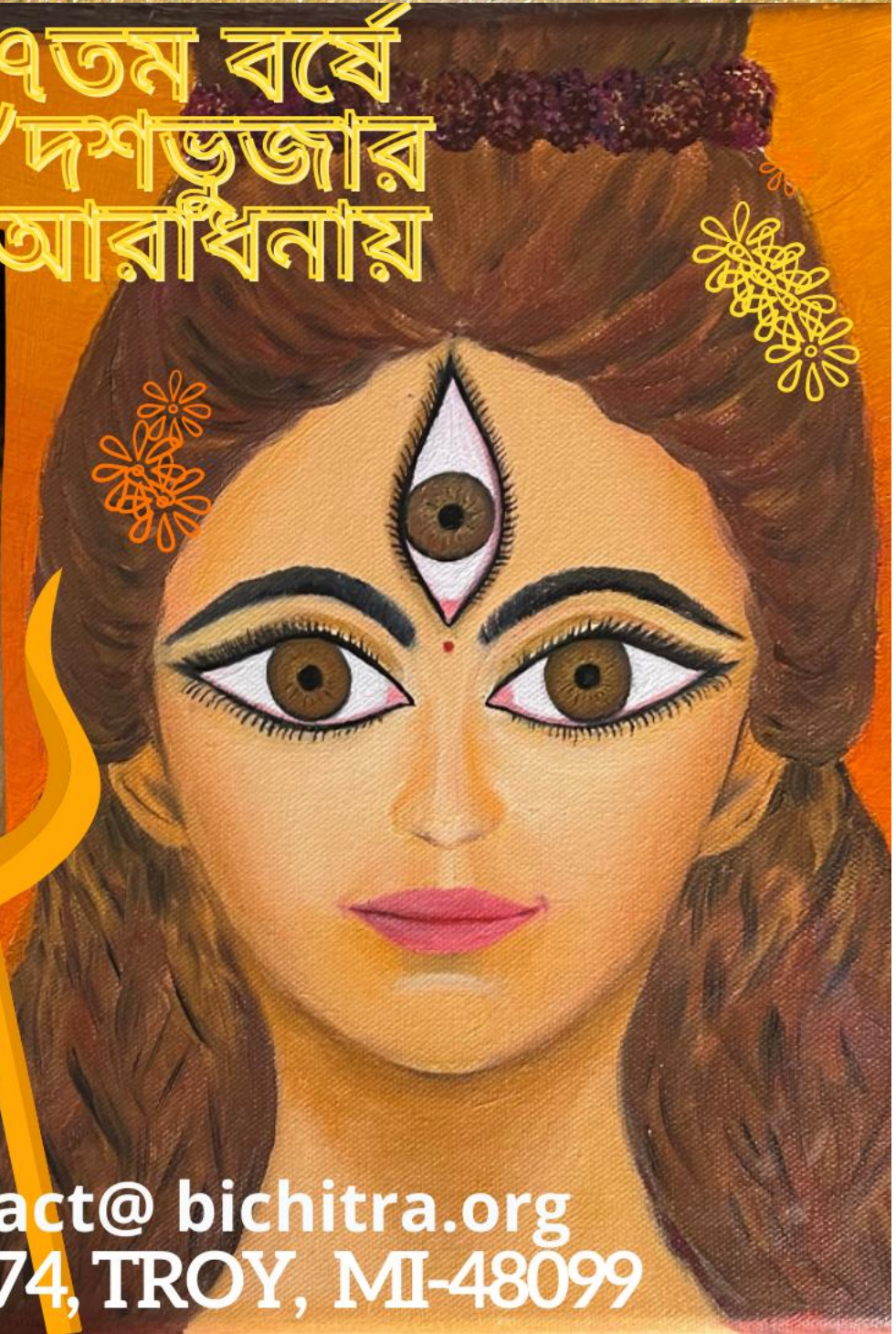
১৩৮১

Estd.

BICHITRA

1974

৪৭তম বর্ষে ঐদশভুজার আরাধনায়



email: contact@bichitra.org
P.O. BOX 4874, TROY, MI-48099

ঐকতান

১৪২৮
2021

আজি এ শরদ প্রাতে মা এলেন মোদের ঘরে,
আনন্দ গান গাও রে সবাই, আনন্দ গান গাও রে!



SHUBO BIJOYA TO YOU AND YOUR FAMILY,
~ ROY FAMILY OF PLYMOUTH, MICHIGAN

ঐকতান ১৪২৮/২০২১

TABLE OF CONTENTS - সূচীপত্র :-

Bichitra 2021 Governing Body	6
Message from the President	7
Message from the Puja Chairperson	9
Program Content	12-15
<i>Tilottama -ra- a visual</i>	14
<i>Ads and Wishes from our Sponsors and Donors</i>	16-30,78-82
Editor's Note	31
Literary/aesthetic contributions from the Bichitra Community & Globe	33-63
PathBhaban/ GenZ Bangla School News	76-77
Endowment and Community Charities	78-79

“চিরসবুজরা

❖ পুরোহিত পরিচয় - a salutation	33
❖ নবরাত্রি- পাণ্ডুলিপি	- শান্তনু সাহা 34
❖ Triple P= Pandemic Poetic Prowess – কবিতা'র খাতা	
○ বন্ধ জানলা	- ডঃ শুভ্র দাস 36
○ বাবার নৌকো/ ভো কাট্টা	- পিয়াশা, বারানাসী / মৈত্রেয়ী পাল 37
○ ভয়	- ডঃ আনন্দ সেন 38
○ প্রত্যয়/ আগমনীর সূচনা	- পুষ্পিতা গুপ্ত/ মৌটুসি বসু 40
❖ আমার দিদি- স্মৃতিচারণা	- মাধুরী হাজরা 41
❖ উদ্ভিদ-জগতের কানায় কানায় ঠাকুরমা	- ডঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায় 44
❖ Chronicle of a Shy Person	- Dr. Susanta Sarkar 50
❖ You live in a Jungle	- Harshil Pathak 52
❖ Spectacular Alaska Travel	- Sipra Sarkar 54
❖ Seeking to know my rich Heritage	- Dr. Ashmita Roy 58
❖ A memorable Summer Road trip	- Kripa Bandyopadhyay 62

“ছোটদের পাতা”

❖ Thoughts/Arts of Young Stars – উদীয়মান তারারা	64-66
❖ LIFE ANNOUNCEMENTS – Welcome Babies, Graduating Generation, Respected Memoirs, New Mr&Mrs	67-75
❖ Community applauds	82

বিশেষ “কৃতজ্ঞতা” ~

The funding and publication of this Brochure is made possible only because of the Sponsors and Donors like YOU! Our endless gratitude for your gracious donations.

যাদের দিন-রাতের একমাত্র চিন্তা ছিল অসামান্য পূজো সম্পন্ন করা, তাদেরকে এক ঝলকে দেখুন >>>

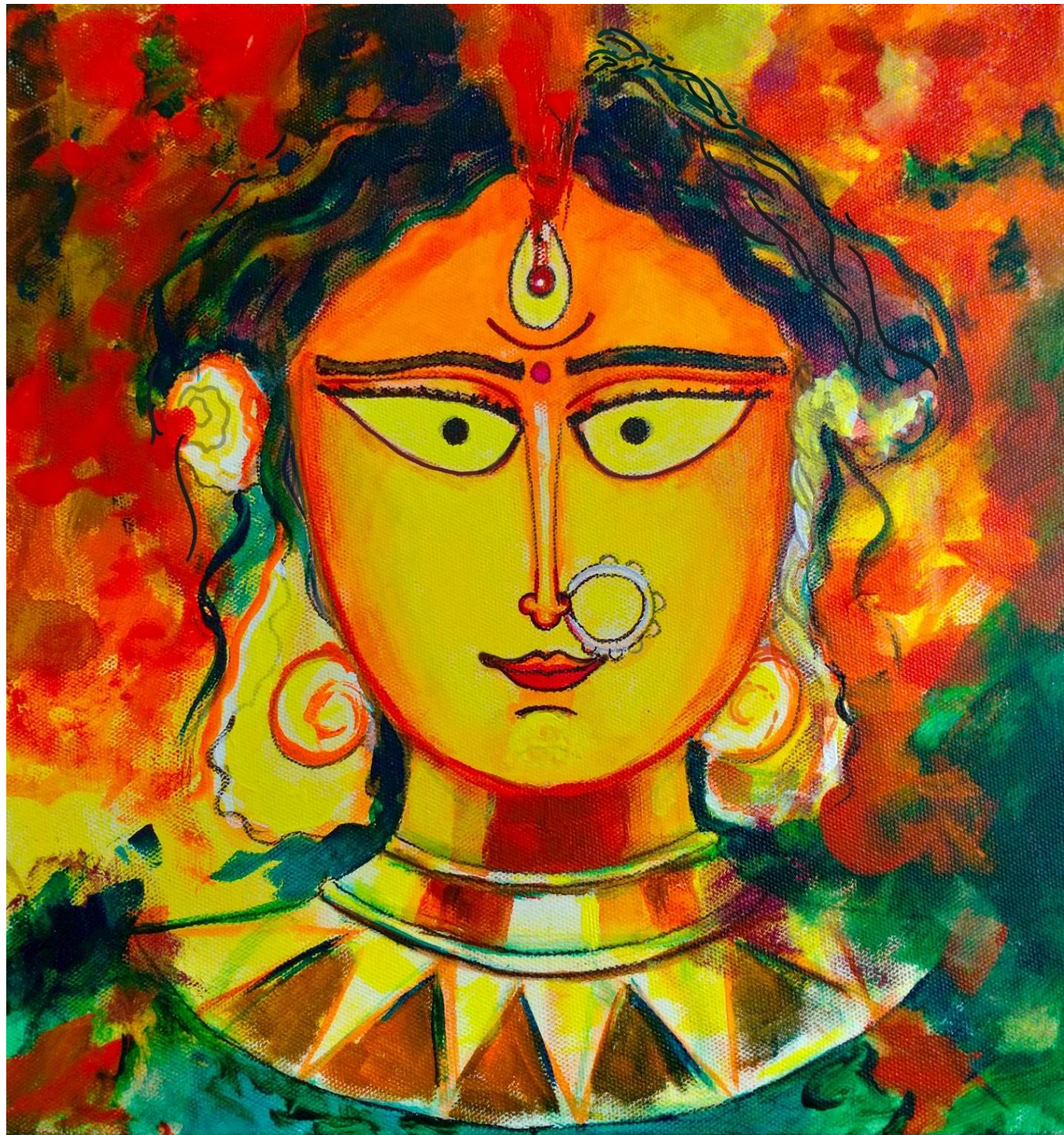
- ❖ বিজ্ঞাপন প্রকল্প, সংযোগ ও পরিবেশনা – অঞ্জন মিত্র, অতসী বাগচি, দেবযানী নায়ক, মৌমিতা বল, মৌসুমী মজুমদার, পার্থ দে, পার্থ ঘোষ, সুতপা সাঁতরা, শর্মিষ্ঠা সরকার, মধুপর্ণা রক্ষিত সুরঞ্জিতা ধর, তুষার নায়ক, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়;
- ❖ জনসংযোগ ও সহযোগিতা – মৌসুমী মজুমদার, সত্যেন বসু, অঞ্জন মিত্র ;
- ❖ সম্পূর্ণ প্রকাশনা, মুদ্রণ ও ব্যবস্থাপনা – অনিবার্ণ চন্দ্র, প্রবীর শীল ;
- ❖ ক্রিয়েটিভ পূজা সংখ্যা’ Ads ও অনলাইন - মৌমিতা বল;
- ❖ প্রচ্ছদ - পারমিতা ব্যানার্জী
- ❖ পূজা ও বিন্যাস – রীতা বনারজি, সুতপা সাঁতরা, মধুপর্ণা রক্ষিত, গৌরী ও পীযুষ নন্দী;
- ❖ উপদেষ্টা – সুভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়;
- ❖ সর্বাঙ্গীণ সমন্বয় - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ;
- ❖ পরিকল্পনা ও সম্পাদকের কথা - আমার কাছে এটা একটা বার্ষিক Treasure Hunt - এই পূজাসংখ্যার দৌলতে কত অসামান্য গুণীজনদের সঙ্গে আমি পাই ও তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাদের প্রতিদিন এগিয়ে নিয়ে যায়; – Pandemic’এর দ্বিতীয় বছরে’ও আমাদের উৎসাহ অটুট- আশাকরি আপনাদের অন্ততঃ আধ ঘন্টা এই পাতা উল্টাতে ভালো লাগবে।



বিচিত্রা’য়



Ma Durga's blessings to you and your family



*from the Ghosh and Ray families
Runa-dī, Ruby, Ravi, KriyaShaktī, Gīgī, Partha, Jayanta & Phalgunī*



BICHITRA 2021-22 GOVERNING BODY

Board of Officers

Executive Committee	President	Mousumi Majumdar
	Vice President	Maitreyee Paul
	Deputy President	Madhuparna Rakshit
	Secretary	Anirban Chandra
	Associate Secretary	Moumita Ghosh Ball
	Assistant Secretary	Probir Sil
	Treasurer	Sumit Basu
	Associate Treasurer	Jhulan Chatterjee
	Assistant Treasurer	Arpita Gangopadhyay
Endowment Committee	Principal Endower	Shampa Mukhopadhyay
	Associate Endower	Anjan Mitra
	Assistant Endower	Oindrila Bhar
Education Committee	Principal Educator	Satyen Basu
	Associate Educator	Sutapa Das
	Assistant Educator	Manjusri Roy

Board of Trustees

Advisory Committee	Principal Advisor	Pijush Nandi
	Senior Advisor	Suparna De
	Junior Advisor	Sudharanjan Bhattacharyya
Preservation Committee	Principal Preserver	Debkumar Bonnerjee
	Senior Preserver	Suranjeeta Dhar
	Junior Preserver	Sutapa Santra

Board of Directors

Planning Committee	Principal Planner	Anindya Roy
	Senior Planner	Manoranjan Santra
	Junior Planner	Pulak Bandyopadhyay
Audit Committee	Principal Auditor	Shiela Ghosh
	Senior Auditor	Sampada Banerji
	Junior Auditor	Debjani Nayak

From the President

সেই কবেকার কথা। কু ঝিক ঝিক গাড়ি করে দাদুর বাড়িতে পুজো কাটাতে যাওয়া। সেখানে কত আদর, কত মজা।

কত আত্মীয় স্বজনের আনা গোনা।

ঠাকুর দেখা, নতুন জামা কাপড়, পুজো বার্ষিকী, রকমারি খাওয়া দাওয়া, তুতো ভাই বোনেরদের সঙ্গে সারা দিন হৈচৈ। আনন্দে ভরা ছিল

সেই দিন গুলো।

প্রতি বছর তার পুনরাবৃত্তি।

তারপর একদিন দুম করে বিদেশ পাড়ি। পড়ে রইলো পেছনে সেই পরিচিত জগৎ।

এবার পুজো এলেই মন খারাপের পালা। এখানে ঢাকের আওয়াজে পুজো শুরু হয় না? প্যান্ডেল কোথায়? ঠাকুর বিসর্জনও হয় না?

এ কেমন পুজো?

নিজের অজান্তেই কবে চার পাশের নতুন মুখগুলো আপনজন হয়ে গেলো। পুজোতে চাটনি করার অনুরোধ এলো।

খাবার পরিবেশন করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি করবে? ধীরে ধীরে উইকেন্ড এর পুজোয় মেতে উঠলাম।

অঞ্জলি দেওয়ার সময় চোখে পড়লো সেই ছোট ছেলেটি, যাকে তার মা রেডিমেড ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে নিয়ে এসেছে। উচ্চৈঃস্বরে

ইংরেজি টানে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করছে।

বুঝলাম, কোনো কিছই হারায়নি। আমরা ধরে রাখলেই সব থাকবে।

আসুন, ধরে রাখি আমরা আমাদের পুজোকে, আমাদের গর্ব, আমাদের ঐতিহ্যকে, আমাদের নিজেদের জন্যে, আমাদের প্রজন্মের জন্যে।



নমস্কার

মৌসুমী মজুমদার

অক্টোবর ৮, ৯, ১০, ২০২১



MITRA FAMILY

WISHES YOU A VERY HAPPY DURGA PUJA

**SARBANI AND ANJAN
TANISHA AND ANISH**

Puja

ChairPerson:

On behalf of “Bichitra” I take the privilege to welcome you all to this year’s Durga Puja (2021).

This year the feeling will be very special since we have experienced a lot during the past 20 months – we experienced the worst with varying degrees of lockdown - an economy slammed by multiple closures and a secluded & jeopardized cultural life. We never imagined we could miss so much – on a positive note we have also experienced lot of heartwarming examples of how people strived to come together while staying apart by being super creative.

Amidst the above morose, the good news is - more and more of us are returning to at least a semblance of our prior lives. Some of our fears about the disease and its damage have subsided. The economy has started regaining the confidence. We are slowly retrieving the power to envision the azure sky marked with woolly clouds heralding the dawn of the much-awaited autumn in Kolkata. We are trying our best – with precaution and perseverance – to regain the energy to recollect the melodious sounds of Kansor Ghanta and Dhak along with the mild fragrance of “shiuli and kash phool” which are surely the harbinger of the much-awaited Durga Puja.

Let the Durga Puja (undoubtedly the greatest event in our community no matter in whichever part of the world we are) break the gloomy atmosphere and shower on us the ambience of cheerful liveliness. And I believe this will happen for sure - this year’s event will turn into a colorful, joyous, and successful one with all your active participation.

Let us all celebrate this great festive event of our community together with fun and frolic. Remember, your presence will be our indispensable “present”. Your participation will create a mammoth energy and impetus. This energy will permeate within the organization to create a new momentum for a prodigious success in future. No matter in whichever part of the world we dwell, we can always get together amidst our hectic daily schedules. Be it for few moments – let us keep our minds away from the competition, share markets, globalizations, mergers, acquisitions and so on.

Let us all get together and enjoy the Puja, Anjali, Chandipath, Arati, Dhak/Dhol, Dhunuchi and Sindoor Khela. I am sure that everyone will enjoy every bit of the jam-packed cultural program comprising outstanding dances, vocal presentations, Magic Shows, Fashion Shows supported by sumptuous dinner. We are always striving to make the event 100% flawless by applying technology, knowledge, and the experience of learning from the past. With active cooperation from you all we can achieve great success and fulfil our dream of presenting a wonderful event.

Thank you and God bless you.

Anjan Mitra





শারদ
শুভেচ্ছা ও
আন্তরিক
অভিনন্দন
সহ

মনোরঞ্জন
ও সুতপা
সাঁতরা





নীল আকাশে মেঘের ভেলা
পদ্ম ফুলের পাপড়ি মেলা,
ঢাকের তালে কাশের খেলা
আনন্দে কাটুক শারদ বেলা !

প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন
ভালো থাকুন সবাই ~ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার

পুজার অনুষ্ঠান সূচী :: ~



Prithwi Pokkho is a unique Bangla band performing both originals and popular Bangla covers. The band was formed by Prithwiraj Choudhury, a poet and singer-songwriter, whose well known creations include 'Iti-Apu' (the viral poem read by Soumitra Chattopadhyay), and 'Ke Bollo Bangla Gaane Nacha Jaay Na' (included in the 'Best of Bangla Band Music' album published by the West Bengal Government). **Move your feet with Prithwi- Pokkho 9-11 PM**



David Cain, A world champion and Guinness World Record holding juggler will perform at Bichitra. Let's Juggle with David @ 2:30 PM

India through its Diverse Sarees

Bichitra TiloTammas present Fashion Show, A splendid display of countless hours of craftsmanship, thousands of weaves and variety of Indian textiles. An attempt not by any designers or models, but the Amazing strong women of Bichitra to showcase the magic of 6 yards @4-5 PM.



MAITRII

True to its name, presents "AAHUTHI" to invoke Mother Goddess's divine power and energy thro' their rich dance moves. Their main satisfaction is propagation of the rich cultural heritage of India not only through own productions but also through harmonious interactions within the dance and cultural communities of Indian and Global nature.

@1:15-2:15PM



From: Mohua Das Sarkar

Jago Maa

@1:00-1:15 PM



Amar Durga - a musical soiree reminiscent of our childhood images of parer puja, told through songs and poetry, in the backdrop of the current changing times.

Presentation by Dr. Moumita Banerjee



Akshata Nayak, a Bharatnatyam Dancer and Choreographer will perform at Bichitra Durgapuga. Enjoy this pure Indian classical dance on Oct 10th at 3:30 PM.

Michigan Literary and Theatrical Society (MILITS) serves up two entertaining yet strikingly contrasting play readings (shruti natoks). The performers are Abhijit Biswas, Mala Chakraborty, Shruti Bose, and Ananda Sen. Background score is created by Jayanta Mitra from Kolkata. The plays are directed by Mala Chakraborty. Let's lend an ear to MILITS on Oct 10th @ 2 PM.

Doshomi Dinner at 7 PM বিচিত্র ভূরিভোজ



Team MILITS



Children's Program @1PM



Sonia Mukherjee, a Sangeet Visharad in Hindustani Vocal and Nazrul Geeti will perform at Bichitra Durgotsob on Oct 10th @4PM.

Durga Aarati





মা এর
তিলোত্তমা
কন্যা রা
সিঁদুর - এ
রাঙা










শুভ ষষ্ঠী /SHASTHI/ **FRIDAY OCT 8, 2021**

দেবীর বোধন ...

APPETIZER: MATHRI, SAMOSA, MASALA CHAI
ENTRÉE: DAHIVADA, VEGGIE PULAO, JEERA ALOO & MALAI KOFTA
ZINGS: AACHAR, CHUTNEY
DESSERT: TIRAMISU, GULAB JAMUN & BESAN BARTI
KIDS' SPECIAL: PIZZA, ICECREAM, CANDY

**SAPATAMI /
ASHTAMI
SATURDAY, OCT 9,
2021**

LUNCH: KHICHURI
KHAKRA
EGGPLANT PAKORA
MIXED VEGETABLE-LABRA
ALOO VAAJA
CHUTNEY
LADOO, PAYESH

SNACKS: JALEBI
SAMOSA
CHA, COFFEE

DINNER: VEGETABLE BIRYANI
SALAD
BUTTER NAAN
DAAL TARKA
NAVRATAN KORMA
FISH KALIYA(কুই মাছ)
GOAT CURRY
PANEER CURRY(ONLY
FOR VEGG)
CHUTNEY
MALAI CHOMCHOM



**NAVAMI /
DASSHAMI
SUNDAY, OCT 10,
2021**

LUNCH: BHATURE
CHANA
MIXED VEGETABLE
MIXED FRUIT CHUTNEY
SANDESH, RASOGOLLA

SNACKS: JALEBI
MURI MAKHA, CHANACHUR
CHA, COFFEE

DINNER: JEERA PULAO
SALAD
BUTTER NAAN
SHAHI VINDI
PHULKOPI ALOO ROSHA
CHICKEN TIKKA MASALA
PALAK PANEER(ONLY
FOR VEGG)
CHUTNEY
RASAMALAI

বিচিত্রা'র ভুরিভোজ



আসছে বছর আবার এসো মা



শুভ শরদীয়ার
শ্রীতি ও শুভচ্ছা

MAY THE DIVINE BLESSINGS OF MAA DURGA BE WITH
YOU

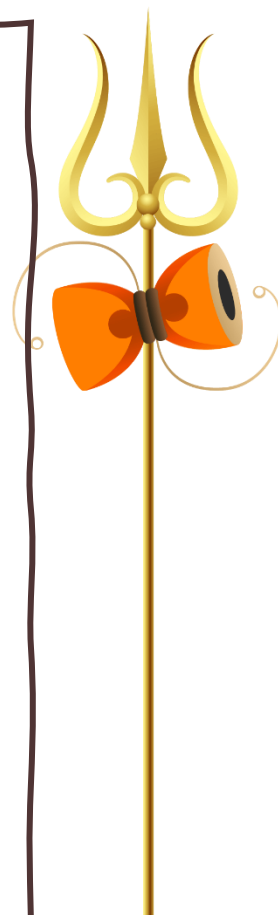
TODAY AND ALWAYS

~ Debasish, Chinu and Amita Mridha

Happy Durga puja to you all



*From:
Dominic, Morgan, Nicole,
Shubhayu, Angela,
Rita & Joy Chakraborty*



BEST WISHES FOR THE FESTIVE SEASON



Your oral health is very important to us. Periodontal disease can potentiate diabetes and heart disease. Routine hygiene visits are a critical component in maintaining overall good health!

Please visit our website at www.mintsmiles.com or call us at 734-446-6440



A Fresh Concept in Dentistry

We are located at 17043 Ridge Rd, Northville, 48168 in the Ridgewood Plaza at the corner of Six Mile and Ridge Rd. For any additional information, please email us at drbagchi@mintsmiles.com

CHIROPRACTIC HELPS!

Pediatrics

- Ear Infections
- Boost Immunity
- Growing Pains
- Sleep Issues
- Asthma

Adults

- Headaches
- Back or Neck Pain
- Bowel Regularity
- Asthma
- High Blood Pressure

Seniors

- Pain Relief
- Hip Pain
- Range of Motion
- Joint Degeneration
- Balance
- Increased Quality of Life

Chiropractic care benefits Athletes of All Ages, Personal Injury Cases, and Pets!

THRIVE
chiropractic

Call our office for
more information!

#PowersOn

**WE WANT
OUR
COMMUNITY
TO *THRIVE*
NOT JUST
SURVIVE!**



2133 CROOKS RD, TROY, MI 48064
WWW.THRIVECHIROPRACTICTROY.COM
(248) 574-WELL (9355)



Eye Physician & Surgeon

ANIL SWAMI, MD

Harvard Medical School Graduate

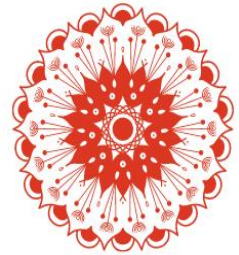
Member of Medical Staff William Beaumont Hospital

Troy & Royal Oak

Specialist in Corneal Disease / LASIK / Cataract Surgery / Corneal Transplant
Surgery /

Complete Eye Examination Given

Phone (248) 740 1558
1950 E Wattles Road, Suite 102
Troy, MI 48085



Best Wishes of Durga Puja 2021



খুলে যাক সকল দরজা'

আবার একসাথে পা ফেলি বাইরে

শুভাকাঙ্ক্ষায়



MILITS

Michigan Literary and Theatrical Society

URL: <https://www.facebook.com/milits.michigan>

Troy Dental Care

Proud Sponsor of Dentists R Us
(A School based Mobile Dentists Program)

Cleaning/Fluoride
Digital X-Rays
Fillings
Braces



Most Insurances
Accepted

New Patient Special
\$65
Includes: Cleaning, Exam, X-rays
NEW PATIENTS ONLY

Crowns/Bridges
Extractions
Root Canals
Teeth
Whitening
Discount Pricing
for those
without
insurance

Hours:

Monday - 9AM to 6PM
Tuesday - 9AM to 5PM
Wednesday - 9AM to 6:30PM
Thursday - 9AM to 6:30PM
Friday - 9AM to 5:30PM
Saturday - 9AM to 4PM
Sunday - Closed

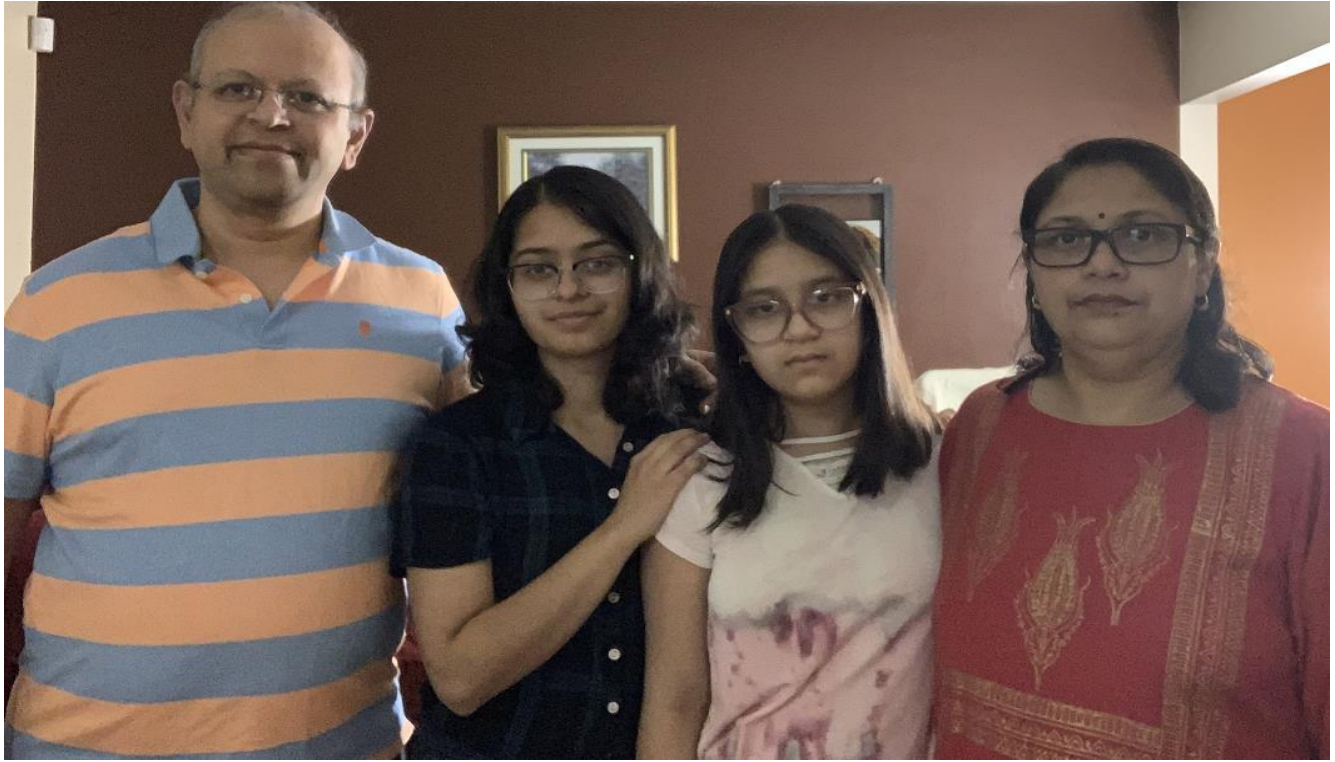
Dr Darshika Shah, BDS, MDS, DDS

Dr Jose Aviles IV, DDPH, DDS

Sri Sudha Bopanna, BDS, MDS, DDS

(248)-879-7755

38865 Dequindre Road #105, Troy, MI-48083



শারদীয়া শুভেচ্ছা ~ জয়ন্ত ও শিল্পী রক্ষিত



Shubho Sharadiya Greetings
from
Subhash & Nabanita Datta

**Best Wishes for the
Festive Season**

If you want to grow and
market your educational
classes/ organization/
ed-technology.

Please contact Oindrila
Bhar @

oindrila@qmail.com

Phone 313 549 6551.



Puja Greetings and Subho Bijoya to All!



COLD STONE

CREAMERY

Cold Stone Creamery, Farmington

Store #20678

33175 Grand River Avenue

Farmington, MI 48336

Email: CSC20678@gmail.com

Phone: 248-615-9099

We deliver: Door Dash, Grub Hub, Uber Eats



Reese's

Peanut Butter
Awesome Sauce

Peanut Butter
Ice Cream
Cup

Chocolate
Peanut
Butter
Dream

ORDER AHEAD!

Now order your favorite Cold Stone®
treats ahead of time & Skip the Line®

Enhance the sweetness of this auspicious Durga Puja with

Dairy

Queen!

Sweeten Up
The Celebration



Dairy Queen, Lake Orion

Store#42032

1083 S. Lapeer Road

Lake Orion, MI 48360

Email: dqmi42032@gmail.com

Phone: 248-814-0747

Try them all

**The smile-riffic
treats you've
been waiting for**

HAVE YOUR FAVORITE OR TRY THIS MONTH'S
FLAVOR!

Between the ball game and piano practice,
or anytime really, DQ® Blizzard® Treats
are just the ticket for turning the ordinary
into the extraordinary.



We deliver: Door Dash, Grub Hub, Uber Eats



DESI MASALA Restaurant

In side the Desi Bazar

COMING SOON



4680 EAST 9 MILE RD.
WARREN, MI 48091

PH. 586-806-6303

দেশী বাজার





Where You Always Get The Best!

A Home of Authentic Bangladeshi Cuisine

We also do catering for all Occasions

Free Delivery

11945 Bangladesh Ave (Conant Ave)
Hamtramck, MI 48212

(313) 891-8050
www.aladdinsweet.com



Pande

GROCCERS

**37196 Dequindre Road, Sterling Heights,
MI 48310. Ph: (586) 883-7838**



School of Performing Arts

ADMISSIONS OPEN

**CONDUCTING
ONLINE CLASSES
FROM INDIA**

**ODISSI & SEMI
CLASSICAL
DANCE CLASSES**
By
SOHINI BOSE

**DANCE WORKSHOP TO
BE CONDUCTED IN
DECEMBER 2021**

For details about online
classes/workshop,
please contact via
below details

Follow us on :

f Facebook: <https://www.facebook.com/SohiniDance>

Instagram: <https://www.instagram.com/urja.dance/>

Whatsapp: 9845882147 urja.dance@gmail.com



**PHULKARI
PUNJABI
KITCHEN**

27707 Dequindre Rd. Madison Heights, MI
248-541-3562

Serving Punjabi street food and other Indian favorites.

**Restaurant
Hours**

Carry out only

Tue: 11a - 8p

Wed: 11a - 8p

Thur: 11a - 8p

Fri: 11a - 8p

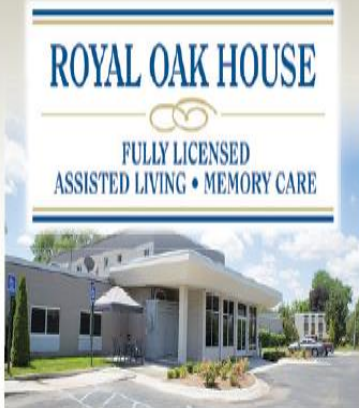
Sat: 11a - 8p

Sun: 11a - 6p

Mon: Closed

WITH BEST COMPLIMENTS!
NAVRATRI
DURGA PUJA
DIWALI

"After My Fall At Home, I Realized I May Need Help"



~~57~~ ^{NOW} **4 Apartments**
starting at **\$150/day**

Small, intimate care setting-good caregiver to resident ratios.
Great communication with family members regarding resident care.

Call **248.585.2550** today!

www.RoyalOakAssistedLiving.com • 1900 N. Washington Ave. • (N. Of 12 Mile/West Of Main St.) • Royal Oak

0271-2135

A decorative floral border with yellow and grey flowers and green leaves frames the business card. The border is asymmetrical, with more flowers on the left and right sides.

Geeta Tolia
Specializing In Fine Indian Apparel & Accessories

A small, close-up image of a red flower, possibly a tulip, is positioned to the left of the contact information.

Design Consultant
Phone: (248) 568-0889
E-mail: gtolia@hotmail.com

*With Best Puja
Compliments*

Saffron Indian Cuisine

29200 Orchard Lake Rd, Farmington Hills, MI 48334

Phone: (248) 626-2982



Lunch

Mon - Fri: 11:00am - 2:30pm
Sat - Sun: 12:00pm - 3:00pm

Dinner

Mon - Fri: 5:00pm - 10:00pm
Sat - Sun: 5:00pm - 10:00pm



(248) 602-2001



Biryani Xpress



Order Online at BiryaniXp.com



/Biryani



34726 Dequindre Rd, Sterling Hts, MI 48310

Call us for Catering
Quality & Quantity is our Priority

Get
\$5 OFF
A PURCHASE OF
\$35 OR MORE*

SAT Math & English Test Prep Classes

The Education Enrichment Center

We have experienced teachers provide a structured approach to help students learn new math concepts, improve language arts abilities, and boost test scores

ACT/SAT Test Prep

- ACT Prep course
- SAT Prep course
- Test practice and reviews

Math

- K-5 Math
- Pre-Algebra
- Algebra I
- Algebra II
- Geometry
- Trigonometry
- Pre-Calculus
- Calculus

English

- K-12 Language Arts
- Grammar
- Reading Comprehension
- Writing
- Vocabulary

If you are looking for results, call us:

Register now
Ed-En Center

www.ed-en-center.com

Piano Lessons Rachel Morin

- Doctor of Musical Arts University of Iowa
- Member of MTNA/MMTA/MDML and NFMC/MFMC

- ✓ Offers preparation for Student Achievement Testing and Federation
- ✓ Holds recitals annually
- ✓ In-person and online lessons
- ✓ Specializes in helping students develop a healthy virtuoso technique

248-217-5737

rachelmorin96@hotmail.com

<https://www.youtube.com/watch?v=JHLd6jjdyzU>

Anjali Crafts & Daffodils

Jewels Artifacts Handloom Weaves

Artisans, Craftsmen and Weavers consortium delivers enthralling and queenly jewelry and graceful diaphanous silks for the goddess in you.....

Our Jewelry: If you can dream it, we can make it

Our Weaves: Every thread whispers a story about you

Our Artistry: Home decor

860-617-4722 | Troy, Michigan | Anjalicrafts2019@gmail.com

Michigan Odissi Dance Academy

Michigan Odissi Dance Academy, a Michigan based dance institute founded by Guru Manasi Mishra, Kalasree Award Winner 2021. Training provided in pure classical Odissi and Odissi folk. In-person class will resume soon at FH and TROY area

Online classes on weekdays and weekends(contact to get the more details on in-person class schedule)

Contact:

Guru Manasi Mishra,
Phone/Text: (517) 290-3720

Email: michiganoda@gmail.com

<https://michiganodissidanceacademy.blogspot.com/>



LONGLONG ART STUDIO

Longlong Art Studio was founded on this notion: for both the amateurs and the artistically experienced to have a place to embrace themselves in art. With the guidance of artist Longlong Zhou, students are encouraged to imagine, explore, experiment, and expand on their artistic potentials. Studio provides a creative learning environment for students and exchanging culture and art through youth art education. Through art, Studio can promote cultural diversity in the local community and to provide an environment that encourages cultural and social integration of Asian Americans in the local area.



MODERN DENTISTRY

RAFFI BELIAN DDS



Implant, Cosmetic
and General Dentistry

(248) 828 1033

FREE
IMPLANT
CONSULT

5980 Rochester Road
Troy, MI 48085
www.drbelian.com



He's not afraid of the deep end.

Help him dive into advanced math & reading.

When he's fearless, anything is possible. That's why now is the perfect time for your child to start Kumon. Through individualized lesson plans and self-learning worksheets, we'll harness his enthusiasm to help develop crucial math and reading skills. With that knowledge, he'll have the confidence to take on anything. Now's the time for Kumon.

Schedule a FREE Placement Test today!

Kumon Math and Reading Center of
Troy - North

32 West Square Lake Rd., Troy, MI 48098

248.828.3556

kumon.com/troy-north-mi



LEARNING FOR THE LONG RUN

KUMON

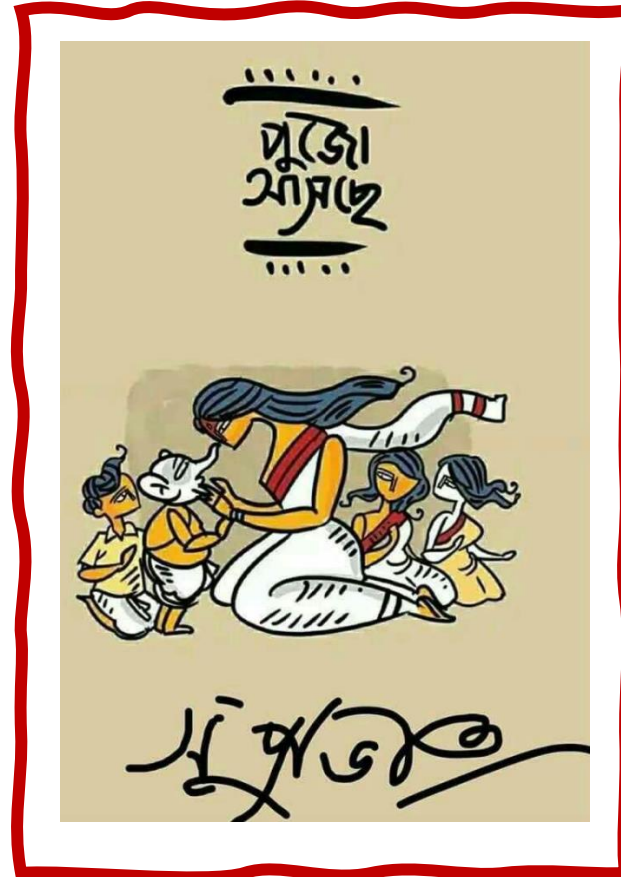
MEET YOUR EYE LEVEL TEACHER ANYTIME, ANYWHERE!

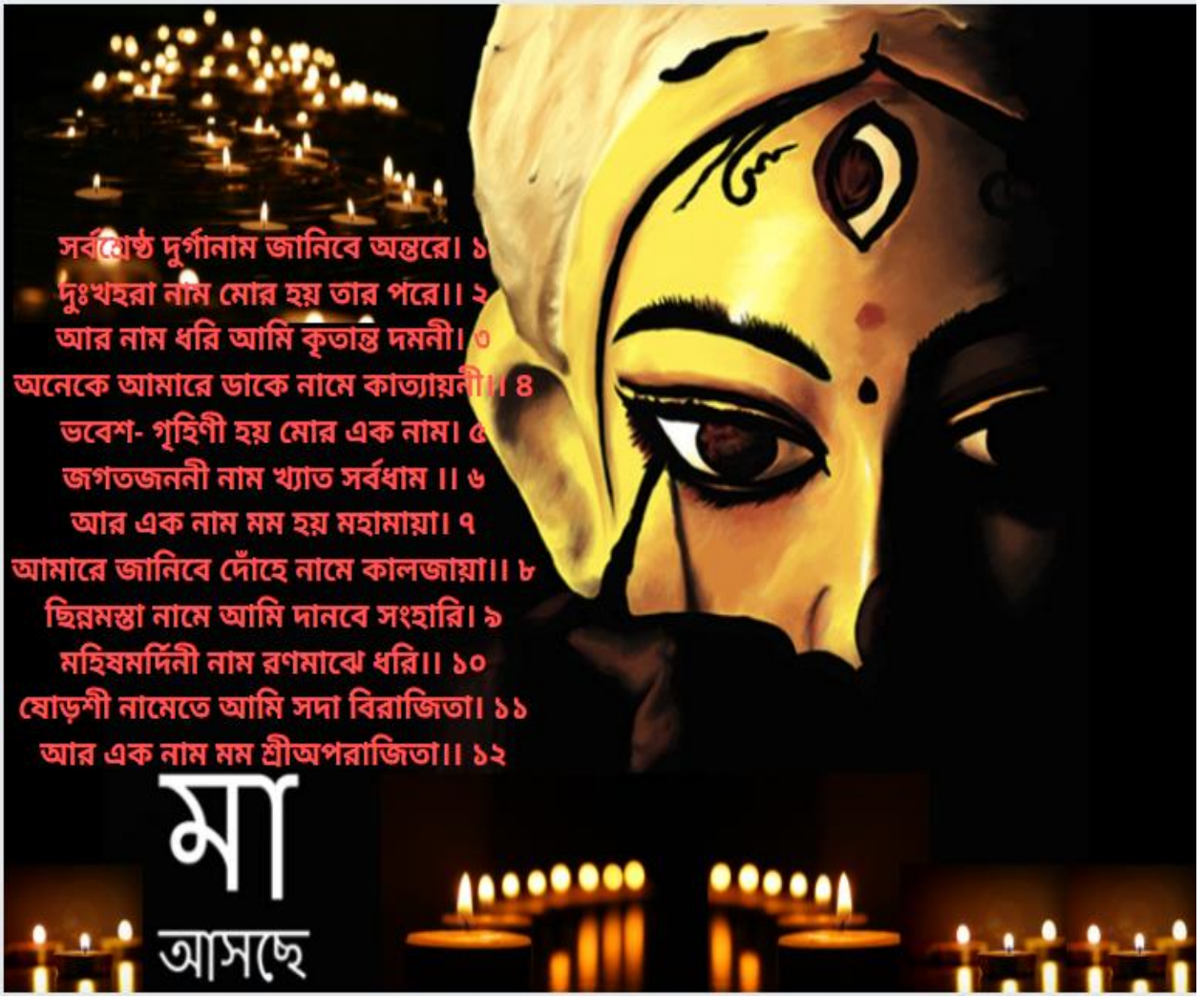


- Online Classes
- Individualized Instruction
- Basic Thinking & Critical Thinking Math
- Reading & Writing

Eye Level Rochester Hills

143 W. Auburn Rd.
Rochester Hills, MI 48307
rochesterhills@myeyelevel.com
248-247-2403





শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

৪৭তম শারদোৎসব ১৪২৮/২০২১!

দশভুজার আরাধনায় মেতেছি আমরা

আমাদের প্রাণবায়ুতে মহামায়া, অন্তরে তাঁর জীবনছায়া

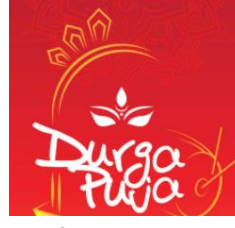
একান্ত প্রার্থনা নিয়ে মা-আমাদের অন্তরের বিশেষ পূজা গ্রহণ করুন!

এবং বাৎসরিক "ঐকতান" র "৮"-এ পা !



Bichitra's DURGA PUJA started in 1975, with President Sri Bishu Mittra at Wayne State University Campus at Warren Ave and Second Ave, Detroit!

সেই একই Tradition বহন করে ২০২১ পূজা খুবই মানসিকতা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি - প্রায় দুবছর ইচ্ছেঘড়ির কাঁটা ধরে বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান উৎসব উৎকণ্ঠায়।। মহামারী আমাদের কাছ থেকে অনেক কুড়িয়ে -বাড়িয়ে' ফাঁক-ফোঁকরে যতটুকু পাইই ...তাইই করছি!!!



স্পেশাল, খুবই একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক এই মহামারী র সাথে মনের দ্বন্দ্ব ও অদম্য আকুল সম্পন্ন হবে এবার অন্যরকম ভাবে, দ্বিতীয় বছর আনন্দই কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তাও আমরা “

জাঁকজমক ও অদ্ভুত ভালোবাসায় সব বাধা অতিক্রম করে আমরা অঞ্জলি দেব Groves High School-এ, কচিকাঁচা থেকে গোল্ডেন জুবিলী বয়সী, সবাই একসাথে চণ্ডীপাঠ করব, - যাতে প্রতিটি সন্তানের যাত্রাপথে ৩মা দুর্গা যেন মায়া সরিয়ে সত্যিকারের শক্তি দেন এগিয়ে যাওয়ার, তারই তোড়জোড়, কোনও ভ্রুটি না থাকে!!!

! অশুভের বিনাশ হোক ও শুভ চেতনা আসুক



মা...এস, আগমনী গাই

তবুও এসেছে শরৎ। নদীতীরে, গ্রাম বাংলার মাঠ প্রান্তরে হওয়ায় দুলছে কাশ। সুদূর মিশিগান এর ঘাস ও পাতাও রংবাহারী। হাওয়া অফিসের তথ্যে বর্ষ বিদায়ের লগ্ন এলো প্রায়। নিখিল ভুবনের নানা প্রান্তরে বাঙালি প্রানের উমার আগমনী বার্তা আনে নব আনন্দের সুর। এইডাক চিরন্তন।

“সম্প্রেষণং দশম্যঞ্চ

মঙ্গলের আরাধনা আমাদের সমবেত
শুভেচ্ছা ও প্রণাম,
বিনীত-



ক্রিয়াকৌতুক মঙ্গলৈঃ”

এই মাতৃপূজা সার্থক হোক,
মৈত্র্যেয়ী

Acknowledging



Chief Priest of 47th Puja



শ্রী সুধা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

On the onset of 47th Puja, it is Bichitra's greatest honor acknowledging our respected Purohit, whom we fondly call Sudhada, Sri Sudha Ranjan Bhattacharyya!

This ever-smiling persona is mellifluously chanting the Hymns invoking Devi Maa for the

last 15 plus years....!

While we feel sleepy in early Fall mornings, but Sudhada is relentless! He shows up sharp at 8:00 am if the Puja is set at 9 :00am, always pushing us to be prompt. Apart from being a very successful professional, following strictly the Puja rules then again he changes to be the Natok Director of Bohubrihi in a fraction of seconds continuing on stage for more than an hour! T
“**Purohit**”, in the traditional Indian religious context, means family priest, from puras meaning "front", and hita, "placed". The word synonymously gels with the word Pandit, which also means "the learned priest" - This description is truly identical here.... May Maa Durga accepts our Puja via Sudhada always and keeps Him in highest positive mode helping us imbibe the similar energy as him.



নবরাত্রি । পাণ্ডুলিপি

১

বর্ষার অবসানে কাবুলজীবীর আগমন। অখিল দুবনের
বর্ষাকালে বেড়ে উঠে আগমনীর সুব দেবী অশ্বিনীর
আগমন বর্ষায়। এই আগমনী শুধু যে বাংলায়
মাত্রিমে গলে এমন নয়, ভারতের বাকী প্রান্তে,
নানা প্রদেশে পালিত হয় নানা ভাবে।

দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলিতে এই দক্ষিণ
বা নবরাত্রি খুব সুন্দরভাবে পালিত হয়। দক্ষিণাতিথি
পালিত হয় বিজয়দশমী বা দশেরা।

তামিলনাড়ু, কর্ণাটকে এই উল্লেখ্য প্রতিটি
গৃহস্থ বাড়ীতে ও গ্রামের পুতুল (গল) সাজানো
হয়। অনেকটা বাংলার সানন সাজানোর মত।
আবনমাসের পূর্ণিমাতে (চৈত্র) গ্রাম বাংলার বিষ্ণু
হিন্দু গ্রামের সৌর্যের জীবনলীলার অনুসরণে
মূর্তি সাজানো সেই সৌন্দর্য্য পরবর্তী কাল থেকেই
প্রচলিত ছিল। এই আনন্দ আমাদের ছেলেকেনায়
আমরা সবাই পেয়েছি।

মহানন্দা অমাবস্যার পরের দিন প্রতিপদ।
সেই দিন থেকেই গলের সূচনা। পূজা পান
মিষ্টিদ্রব্য বিলাসক, দেবী অম্বিকা ও দেবী পাক্ষি।

২

গলর পুতুল সজ্জা হিন্দু খুবোব নানা চরিত্র বা
গল্প অনুসারে সাজানো হয়। কিন্তু এখানে
বোজ্জকার জীবনকথাও বাদ পড়ে না। 'গল' কে
অঞ্চল ভেদে 'কলু', 'গমবে শাক্স', 'বোম্বাই
কলু' বা 'বোম্বাই কলু' বলা হয়। একবারে
নোবে খুবে সাজানো হয় সর্বাঙ্গ জীবনের যা
কিছু — যেমন চাষী, বর/কলন, সজ্জা-কলন,
গাড়ী, কলকারখানার স্রষ্টিক, মস্ত পাখী
যা কিছু, দ্বিতীয় ভাবে থাকতে পারে সর্বাঙ্গ,
মুনি-প্রাণি বা বিখ্যাত কোন মানুষের মূর্তি।

সর্বোচ্চ স্তরে থাকেন দেবতা, অরতাবদেব
মূর্তি। 'গল' সাজানো হয় (odd number)
পাঁচ, তিন বা পাঁচ স্তরে।

এই সাজানো পিড়ির সাম্মুখান থাকে
ছপ্পলঘাট — আম্মমল্লব, নারিকেলমহ। বোজ
নিবেদন করা হয় নৈবেদ্য। সেই প্রসাদ সবার
মাসে বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে
অন্তিমলক গান গাওয়ার রীতি আছে। এই সময়
আত্মীয় বন্ধু এক আনন্দের বাড়ী যান; উৎসাহ
বিনিময় করেন, নবমী-শোষে বিজয়া দশমী। এই
দিন হয় 'আম্মব পূজা'।

(3)

বিভিন্ন মেসার মানসজ্ঞান তাঁর সবচেয়ে প্রয়োজনীয়
 কাজের জিনিষটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করে 'সলু'র
 কাছে ~~সব~~ রাখে। টপ্পন, সুমসুম দিয়ে আজিয়ে
 কলাপাতায় মোটা ফল যেমন কলার হুঁটা, নারিকেল,
 ছবিস্তমি ফল, পান-শুশুকা, শুল্ক এবং অবশ্যই
 গোটা ইক্ষু দস্ত নিবেদন করা হয়। কুমারীবা
 দোকানে পূজা করে। কলকারখানার ভোমির সার্বিকভাবে
 করে পূজা হয়। আমন বমালো হয় কলাগাছ।
 আমনকে নতুন/পুথোলা গাউী সার্বিকভাবে করে কলাগাছ
 লাগিয়ে মাফালো হয়। ঠিক যেমন বাংলার বিশ্বকর্মা
 পূজার দিন। একেই বলে 'আমর পূজা'। সার্বিকভাবে
 'মিস্টমুখ', দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত 'কাডু-কিমামি'।
 দেওয়া লাভ। তার 'মাইমোর পাক' তো আছেই।
 অগজকাল অবতরণীয় নানা মিস্টের খেলা।
 তার মিস্টের কথা উঠলে বাংলা কি বাদ থাকত
 পারে? বমগোলী, মাইম জামিয়ে জাংগা করে
 নিয়েছে এখানে। 'মিস্টের মামাময়'।



নামা Santanu Saha –

ই-মেল | santanusaha212@gmail.com

An admirer of Bichitra from Pondicherry



বন্ধ জানলা

কলকাতায় এবার দেখি পাতাল রেলের কাজ চলছে
পুরো দমে,
মোড়ে মোড়ে ভুল বানানের ফেস্টুনে হাসিমুখে মমতা,
কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, নতুন নতুন শ্রীতে ফেটে পড়ছে
শহর, অথচ
জানলারা সব বন্ধ।

মহাত্মা গান্ধী থেকে সদানন্দ রোড, পাঁচ মাথার মোড়
থেকে দমদম পার্ক,
ছোট বাড়ি, বড় বাড়ি, রং চটা বাড়ি, পাট ভাঙা নতুন
বাড়ি;
এমনকি পাস দিয়ে ফ্লাইওভার চলে যাওয়া উঁচুতলা
বাড়িগুলোরও,
জানলারা সব বন্ধ।

নোংরা রাস্তাতে ধূলো বালি, তবুও
রোল-চাওমিনের দোকানে ভিড়ের কমতি নেই,
দাঁড়ানোর জায়গা হচ্ছে না কেএফসিতে, হলদিরামে
মাছি গলবে না, অথচ
জানলারা সব বন্ধ।

মিত্র থেকে হিন্দু স্কুল পর্যন্ত পড়ুয়াদের লাইন
পড়েছে,
জ্ঞানের পাহাড় চড়ছে সবাই; বাইরে যাবার ইচ্ছায়

মন চঞ্চল হবার সময় নেই মোটেই; তাই হয়তো,
জানলারা সব বন্ধ।

বনেদি বাড়িরা ভেঙে, ভেঙে, রাগে, দুঃখে আটখানা
হয়েছে,
আদায় -কাঁচকলায় মাখা মাখি শরিকের দল,
ভাইয়েরা নিজেদের বেজার মুখ দেখতে দেখতে পচিয়ে
ফেলেছে চোখ, তাই
জানলারা সব বন্ধ।

অলস দুপুরে, জলের নূপুরে, আকাশের দিকে চেয়ে
কুলফিওয়ালার ডাক শুনত যারা,
তারা এখন অফিস থেকে রিটায়ার করে টিভির সামনে
ফুল-টাইম, তাই
জানলারা সব বন্ধ।

কেবল নাটকের সেটজে টিমটিম করছে জানলার ধারের
অমল,
আজকের অমল থাকে স্মার্টফোনের জানলায়,
মনের জানলা বন্ধ করে দিয়ে কবে চলে গেছেন সিধু
জেঠু,
বাকি জানলারা তাই আজ সব কটাই বন্ধ।



নাম। ডঃ শুভ্র দাস, ক্যান্টন, মিশিগান

১৯৮৫ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস। গত ২৭ বছর আছেন ডেট্রয়েট।

পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসর। জন্ম ও ছোটবেলা কেটেছে কদমতলা, হাওড়ায়। পড়াশোনা খড়্গপুর আই. আই.

টি. ও আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। নেশার মধ্যে ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, লেখা লেখি, ঘুরে বেড়ানো, নাটক ও পলিটিস্ট।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার কাজে বিশেষ ভাবে জড়িত। ই-মেল। tulikolom@yahoo.com



কাগজের নৌকো

বাবা একদিন বললো ডেকে কাগজ আনো চৌকো,
শিখিয়ে দেব কেমন করে হয় কাগজের নৌকো।
শেখালো বাবা ভাজ-কৌশলে নৌকা বানায় যেমন
ছোট হাতে শিখে নিলাম কায়দাটা ঠিক তেমন।

অবোরে যখন বৃষ্টি ঝরে ছাপায় নদীর জল,
ছোট বেলায় যাই যে ফিরে স্মৃতির পাতা টলমল।
নদীর জলে ভাসাই আজও কাগজ -ভাজের তরী,
অজানা কোন ঘাটের পানে দেয় বুঝি সে পারি।



নাম। শমিতা রাহা:
ঠিকানা। বারাণসী
ফোন। ই-মেল।
shamitaraha@gmail.com

পরিচয়ঃ - প্রবাসী বঙ্গকন্যা, জন্ম ও বড় হওয়া যোধপুর পার্ক, কোলকাতা,
বিবাহসূত্রে বারাণসীর বাসিন্দা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল-এ
স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পর পুরুলিয়ার Wasteland Management-এর ওপর
তার গবেষণা একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছোটবেলা থেকে মৃত্যুর প্রতি তার
আকর্ষণ এর ফলস্বরূপ কথক নৃত্যে প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলনী থেকে মৃত্যু
বিশারদ। কিছু সমাজসেবা'র মাঝে আঁকা, সেলাই ও কবিতা লেখা নিয়ে সময়
কাটাতে ভালোবাসেন। মনেপ্রাণে বাঙালি ও রবীন্দ্রানুরাগী।

ভো কাটা...

জানিনা আমার মাঝেমাঝে হতাশা আসে, বুঝি এটা বয়েসের ধর্ম (যখন কেউ ৫৫
প্লাস 😊)- আপনাদের আসে কি!
কিন্তু দাওয়াই কি?? আবার স্বপ্ন দেখি, উঠে পড়ে লাগি আদা জল খেয়ে, ভুলিনি
বাংলা...এই খাতার পাতায় তুলেছি
এবার খোলা আকাশের নীচে, বলবেন সবাই কেমন হয়েছে >>

দেয়ালে টাঙ্গানো যে ঘুড়িটি, তা আর উড়বে না আর আকাশে।
কেন হয় এই;

আজ এটা সাদা, ছিল এককালে রং মিলান্টি ময়ূর পুচ্ছ।
দেখতে দেখতে সাদা-ধূসর রঙ্গা ঘুড়ি হয়ে গেল ফ্যাকাশে।

আস্তে আস্তে জমেছে ধূলো তাতে,

সময় এসেছে, এসেছে আমার বার্ষিক্যের মত

চিড় ধরে তা হয়ে যাবে ধ্বংস-নিবিড়;

এইযে দেখছেন এই ঘুড়িটি,

তা আর উড়বে না আকাশে।

কারণ, এ ঘুড়িটি যে উড়াতো সে-ই আজ উড়ে গেছে আকাশে,
আমার জীবনফানুস ভাসছে দূর সে দেশে॥



নাম। মৈত্রেয়ী পাল

ফোন। 1.586.863.3925

ই-মেল। maitreyee9@gmail.com

পরিচয়ঃ জীবন থেকে আরও একবছর চলে গেলো, তাই
না এত হাসি !



ছোটবেলায় ঘুম না এলে মা বলত
শীগগির চোখ বোজ খোকা
নইলে ভুতুম বুড়ো এসে ধরে নিয়ে যাবে
তার নিঃশ্বাসে সবুজ খোঁয়া
দৃষ্টিতে আগুনের লাল
কষের দাঁতগুলো থেকে রক্ত বরছে
আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলতাম
যেন চোখ বন্ধ করলেই
ভুতুম বুড়ো আর আসবে না
যেন বন্ধ চোখই আমার খড়ির গন্ডি।

ফুটবল খেলার মাঠ থেকে কালু আর তার বন্ধুরা
জোর করে আমাদের বার করে দিত
কখনও কিছু বলি নি
মুখ বুজে থাকলে কোন অশান্তি হয় না।

আমি ছবি আঁকা শিখতে চেয়েছিলাম
ভাল আঁকতাম বলে স্কুলে আমার নাম ছিল
ইতিহাস পরীক্ষার আগের দিন
আকাশ কাঁদিয়ে বৃষ্টি হলে
আমি পাহাড়গুলোর মাথায় মেঘের রঙ বসাতাম
উখাল পাখাল ঢেউয়ের বুকে ভাসিয়ে দিতাম নৌকো
গাছের পাতা বরতো খাতার পাতায়
আকবর আর বাহাদুর শাহের তুলনামূলক বিচারের পাশাপাশি।

আমার রাশভারী অঙ্কের মাষ্টার বাবাকে কিছু বলার সাহস ছিল না
দরজার আড়াল থেকে শুনেছিলাম মা-কে বলছে
ওর কি মাথা খারাপ? সারাজীবন কি ওকে বসিয়ে থাওয়ানো আমি?

অষ্টমীর সন্ধ্যায় চিলেকোঠার ঘরে
উপ্চে আসা ঢাকের শব্দ আর হ্যালোজেনের আলোকে সাক্ষী রেখে
রীনা আমায় চুমু খেয়ে বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে বলেছিল
আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল।
রীনার বাবার বিশমহলা বাড়ি
দশটা দারোয়ান আর চারটে গাড়ি
রীনার দাদা আমাকে বলেছিল
বোনের সাথে ঘুরতে দেখলে
আমার লাশও নাকি কেউ খুঁজে পাবে না।

আমি পালিয়ে ছিলাম। একা,

দিল্লিতে চাকরি নিয়ে /
দুমাসের মধ্যে রীনার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল
তারপরও পুজোয় দ্যাখা হয়েছে আমাদের
রীনার চোখের তাক্কিল্য আর অবজ্ঞার সামনে
আমি বেঁটে হতে হতে মিলিয়ে যেতাম।

একবার মিলিয়ে যেতে শিখে গেলে আর অসুবিধে হয় না
তাই অফিসে মিস্টার বাজাজ যখন টাকা নিয়ে টেন্ডার দ্যায় ক্লায়েন্টকে
সেই টেন্ডারের রিপোর্ট লিখতে আমার হাত কাঁপে না
চাকরিটা আমার দরকার, উপরিটাও
রাজারহাটের ফ্ল্যাটের শেষ কিস্তিটা বাকি
একটা ভাল গাড়ি ছাড়া ওখানে স্ট্যাটাস রাখা যাবে না
মণিকা প্রায়ই মনে করিয়ে দ্যায়।

আমি ভয়ে ভয়ে পথ হাঁটি
ভুতের ভয়,
মার খাবার ভয়,
মরে যাবার ভয়
হেরে যাবার ভয়,
না পাবার ভয়,
পেয়েও হারাবার ভয়।

সারাদিন চোখ, মুখ, কান বুজে চলি
চামড়াটাও মোটা হয়ে গ্যাছে
এখন আর ছাঁকা লাগে না
শুধু একটা ইন্ডিয়ান সজাগ থাকে

অনেক দূর থেকে বিপদের গন্ধ পাই
এতে রাস্তা বদল করতে সুবিধে হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে পাড়ার গলির মোড়ে পৌঁছই
সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে তিনটে অল্পবয়সী ছেলে
হিংস্র সুরে গান গাইছে
চোলিকে পিছে কেয়া হ্যায়

লক্ষ্য দ্রুতপায়ে হেঁটে যাওয়া একটি চেহারা, বোরখায় ঢাকা।
আমি ফুটপাথ পাল্টাই।

কলকাতার বাতাসে এখন বারুদের গন্ধ
কাল সীমান্তে হামলা হয়েছে
ছেলেগুলো মেয়েটার হাত ধরে টানতে থাকে
‘কাকু, বাঁচান’, চীৎকার আসে বোরখার ভিতর থেকে।

এ গলা আমার চেনা, আস্‌মা।
পাড়ার নির্মল কোচিং স্কুলে অঙ্ক আর ইংরিজি শিখতে আসে
মা লোকের বাড়ি ঠিকে কাজ করে, বাবা ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি
আর মেয়ে স্বপ্ন দ্যাখে, বাঁচবার।

আমি মিন্‌মিন্‌ করে ছেড়ে দিতে বলি ছেলেগুলোকে
ওরা বলে, কাকু বাড়ি যান।
মুসলমান মাগীর জন্য দরদ উথলোচ্ছে কেন?
বাড়ি গিয়ে মেয়ে বউয়ের আঁচলের তলায় থাকুন।
গুঁড়ো গুঁড়ো মেঘ ছড়ানো ছোটানো আকাশে

কোথাও কি ঝড়ের সঙ্কেত?
অনেক দূরে কোন বাড়িতে সন্ধ্যারতির আওয়াজ।

কোথাও কি আবাহন?
আঁচলের তলাতেই তো ছিলাম। সারাজীবন।

হঠাৎ কি যেন হয়ে যায়
আঁচল সরে যায়, খড়ির গন্ডি মোছে।
রাস্তা থেকে পাথর তুলে নিয়ে এলোপাখাড়ি ছুঁড়তে থাকি।
‘ছাড় বলছি, ছেড়ে দে ওকে’।
ছেলেগুলো খতমত খেয়ে পিছিয়ে যায়
তাদের চোখে ক্ষণিকের ভয় আর সংশয়
আস্‌মা দৌড়ে পালায়।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সারা পৃথিবীর শব্দ থেমে যায়
কয়েক মুহূর্তের জন্য আকাশ, বাতাস, গাছের পাতা
অবাক চোখে দ্যাখে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।
কয়েক মুহূর্তের জন্য

তারপর ছেলেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার উপর
অবিশ্রান্ত লাথি, চড়, ঘুসি আর গালাগালির বন্যায়
ভেসে যেতে যেতেও
ছেলেমানুষের মত আনন্দ হতে থাকে আমার

এই প্রথম ভয়কে ভয় দ্যাখালাম কিনা।



নাম। আনন্দ সেন

ঠিকানা। 3490 Honeysuckle Court

Ann Arbor, MI 48103

USA

ফোন। (+1) 734-277-5454

ই-মেল। ananda.sen@gmail.com

প্রত্যয়

চাওয়া পাওয়ার হিসাবটা
যেন বদলে যাচ্ছে সময়ের সাথে
ভালোলাগা গুলো ও কিভাবে যেন
আজ বড্ড অন্য রকম।
আগের সেই যাযাবরের হাতছানি
আজ বাইরেই শুধু ঝড় তোলে
চুপকথাদের বিপ্লব যেন
চেনা গভীরে সুখ খোঁজে
দূর হতে দেখতে চায় ঢেউয়ের উচ্ছাস
ভালো লাগে ধীর গভীর নিঃশব্দ সাঁতার
ডুবসাঁতারের গভীরে খুঁজতে থাকে পাড়ের ঠিকানা
অতলে পাবে জীবনের প্রত্যয়
ভালোবাসার কিনারা।।

নামা পুষ্পিতা গুপ্ত



ই-মেল। puspita.gupta@gmail.com

আগমনীর সূচনা

উঠল বেজে ঢাকের বোল,
শূন্যে ভরা করতল।
দুশ্চিন্তার কারাপাশ,
ব্যর্থতার হাঁসফাঁস।
ইকিরমিকির চামচিকির,
ফিরে পাওয়ার নতুন ফিকির।
নতুন ছন্দে বাধঁব স্বপন,
ইচ্ছেগুলো ভীষণ গোপন।
নিপাত যাক দানব সকল,
মিষ্ণুতায় ভরবে কোল।।

নামা মোটুসী বসু

A school teacher by profession whose passion is writing.

An admirer from Howrah, West Bengal



আমার দিদি - স্মৃতিচারণা

দিদিকে নিয়ে আমার প্রথম স্মৃতি যখন আমি ক্লাস সেভেনে। উনি আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন। সব শিক্ষিকাদেরই আমরা ৫/৬ এর দশকে স্কুলে তাঁর সামনে দিদি বলেই ডাকতাম। আলাদা করে বোঝাতে গেলে নাম দিয়ে দিদি। মিসেস সুজাতা সিনহা রায় বা আমাদের সুজাতাদি বা শুধুই দিদি আমাদের ক্লাস টিচার হয়ে এলেন ক্লাস সেভেনে। সে বছর স্কুল শুরুর আগে শীতের ছুটিতে আমি বাড়ির সবাইএর সঙ্গে মধুপুর বেড়াতে গেছিলাম। বাবা আমাকে আর ভাইকে সেখানে একটি ক্যাম্পে ভর্তি করে দেন তাঁরা চলে আসার আগে। ফলত আমি স্কুল খোলার দশদিন পর স্কুলে হাজিরা দিই।

প্রথম দিন স্কুলে ঢুকতেই তো লজ্জা করছে, দশদিন স্কুল কামাই!! অ্যাসেম্বলীতে জানলাম যে আমরা ক্লাসের কেউই হিন্দী third language পাইনি; সবাইকেই সংস্কৃত নিতেই হবে। মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল - আবার একটা নতুন ভাষা! এছাড়াও আবার বিরাট এক বিপদ দেখা দিল। ক্লাস ওয়ান থেকেই আমি A সেকশানে পড়ে আসছি। কিন্তু কে যেন হাত পা নেড়ে ব্যাখ্যা করে বোঝাল যে এবারে আমায় B সেকশানেই যেতে হবে। এই দুই সেকশান কোন বিশেষ কারণে আলাদা করা হত না কখনই। কিন্তু এইবারে যারা হিন্দী নিচ্ছে আর যারা সংস্কৃত নিচ্ছে তারা দুটো আলাদা সেকশানে যাবে ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সবাইকে যখন সংস্কৃত নিতেই হচ্ছে আর আমি হিন্দীও পেলাম না; তবে আবার আমার সেকশানও খোয়াচ্ছি কেন? ক্লাসের সব ভাল ভাল মেয়েরাও নাকি এবারে B সেকশানে চলে গেছে, আমি তো কোন ছার। ক্লাস ওয়ান থেকে বরাবর A সেকশানের মেয়ে হয়ে এসে, এ কি নিয়তি!! কোন মতে কান্না চেপে তো B সেকশানে গিয়ে বসলাম।

নাম ডাকার আগেই ক্লাসে স্বয়ং দেবদূত উদয় হয়ে বলল যে মিসেস সিনহা রায় মাধুরীকে A সেকশানে যেতে বলেছেন - মাধুরীর ওই সেকশানেই নাম আছে। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলাম। গুটি গুটি পায়ে চুমকীর পেছন পেছন VII A তে গিয়ে ঢুকলাম। সেই দেবদূত চুমকী আমার আমরণ বন্ধু হয়ে আছে। সেই প্রথম আমার দিদির সঙ্গেও মুখোমুখি পরিচয়। দিদি আমাদের তখন অংক পড়াতেন। সেই বছরই আমরা অ্যালজেব্রা পড়তে শুরু করি। ছুটিতে মধুপুরে বাবা অ্যালজেব্রা ধরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ক্লাসে বুঝতে সুবিধে হয়। আমার অ্যালজেব্রা আবার খুবই ভাল লেগে যায়। সে প্রীতিও এখনো অম্লান আছে।

দিদি খুব সুন্দর করে friendly competition শুরু করেন ক্লাসে। রোজ প্রথমেই কয়েকটা অংক করতে দিতেন যা কিছু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সব থেকে প্রথম খাতা জমা দেবে সে যদি প্রত্যেকটা উত্তর একদম ঠিক করে, সে V. S. + পাবে। আমাদের grading ছিল Very Satisfactory, Satisfactory, আর Unsatisfactory। সেখানে V. S. + একটা বিরাট প্রেস্টিজের ব্যাপার তখন। কারণ প্রথম যে খাতা জমা দিচ্ছে তার কোন উত্তর ভুল থাকলে সেদিন কেউই ক্লাসে V. S. + টা আর পাবে না। সুতরাং বেশ একটা উত্তেজনা ছিল তাতে। V. S. + টা যেন নিজের জন্যে নয় - সারা ক্লাসের হয়ে কেউ পাচ্ছে। খুব উৎসাহ পেতাম সবাই তাতে। এবং দায়িত্ব নিয়ে খাতা ভালভাবে review করে জমা দিতাম।

অংক ভাল পারার দরুণ দিদির প্রিয়পাত্রীদের একজন হয়ে পড়ি। তা সত্ত্বেও, যখন আমি অকরণ ভাবে এক নতুন বান্ধবীর V. S. + পাওয়াকে ক্লাসের সামনে অহেতুক নীচে নামানোর চেষ্টা করি, দিদি কিন্তু তৎক্ষণাৎ সবার সামনেই আমার সহমর্মিতার অভাব দেখিয়ে আমাকে বকুনি দেন। আমায় কোন খাতির করেন নি। আমি চিন্তা না করে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করার লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছি তখন। তারপর স্কুলের পরে একদিন দিদির বাড়ি যাই ক্ষমা চাইতে। সেই দিদির বাড়ি যাতায়াত শুরু। সেই যাতায়াতের ফাঁকেই দিদি যে কখন আমার এক পরম শুভাখী, মাতৃসমা অথচ মন খুলে সব আলোচনা করার মত শ্রদ্ধেয়া বন্ধু হয়ে গেছেন বুঝতেই পারি নি।

আর তখন থেকেই দিদি আস্তে আস্তে আমার মধ্যে প্রভাব ফেলতে শুরু করেন। তবে শুধু আমিই নই। স্কুলের অনেক মেয়েরাই স্কুলের পরে বা ছুটির দিনে দিদির বাড়ি গিয়ে হাজির হতাম। দল বেঁধে বা দলছুটা কি জানি কি সব গল্প করতাম - বাড়ির গল্প, স্কুলের গল্প, পড়ার গল্প এইসব। দিদি ভালই বুঝতেন যে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির মায়েরা সংসার সামলে মেয়েদের দিকে ঠিক মত সময় দিতে পারেন না। বসে গল্প করার হয়ত সময় পান না। কত কিই যে বোঝাতেন আর বলতেন; যাতে নিজেদের যত্ন নিই, মন দিয়ে পড়াশোনা করি। যত উঁচু ক্লাসে উঠতে লাগলাম, ততই খেয়াল করতাম যে দিদির কাছ থেকে আমি ফিরতাম যখন, খুবই উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকতাম। মন দিয়ে পড়ে সফল হবার জন্যে সবাইকেই খুব উৎসাহ দিয়ে কথা বলতেন উনি।

দিদি ছিলেন একা মানুষ। ১৯৬০ শতকের শেষের দিকে একলা মহিলা ঘর ভাড়া করে স্কুলের কাছেই থাকতেন। বিয়ের পর পরই স্বামীকে হারিয়েছিলেন খুবই কম বয়সে। তাঁর দাদাও থাকতেন কলকাতায় শুধু এটুকুই মনে আছে। দিদিকে সবাই খুব সম্মান করতেন। স্কুলের সিস্টাররা, অন্যান্য দিদিরা, ছাত্রীরা আর আমাদের অভিভাবকরাও। ১৯৬০ সালের প্রেক্ষাপটে দিদি অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং সমাজে সম্মানের সাথেই মাথা তুলেই ছিলেন তিনি। খালি তাই নয়, অভিভাবকরা, স্কুলের সিস্টাররাও দিদিকে সম্পূর্ণ ভাবে অবিশ্বাস্য রকমের বিশ্বাস করতেন। তার বিরাট প্রমাণ স্বরূপ এঁরা দিদির ওপরে সন্তানদের/ছাত্রীদের বেড়াতে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে (দিদি একাই হন বা অন্যান্য দিদিই থাকুন সঙ্গে) একদম নিশ্চিন্তে থাকতেন।

ক্লাস VIIIএ দিদি আমাদের ভূগোল পড়াতেন। তখন থেকেই আস্তে আস্তে টের পাই দিদি কি ভীষণ বেড়াতে ভালবাসতেন। যখন আমরা ক্লাস নাইনে উঠি তখন থেকেই অনেক জায়গায় দিদি বেড়াতে নিয়ে গেছেন। কয়েকদিনের ছুটি আসছে - হলেই হল। আমরা দিদির কাছে ধরে পড়তাম “দিদি চলুন কোথাও যাই”। ব্যস - দিদি সব ব্যবস্থা করে ফেলতেন। সে দুজন ছাত্রী, দুজন টিচার হোক বা পাঁচ, ছ জনের দলই হোক।

প্রথম দিদির তত্ত্বাবধানে আমি দিদির সঙ্গে বেড়াতে যাই রেড ক্রসের প্রতিনিধিত্ব করত। দিদি রেড ক্রসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি একজন সমাজ সেবিকাও ছিলেন। আমাদের স্কুল “হোলি চাইল্ড ইনসটিটিউট” ছিল তখনকার বিডন স্ট্রিটের ওপর, এখনকার অভেদানন্দ রোড। স্কুলেই অনেক সমাজসেবার কাজ চলত - নাইট স্কুল, মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো তাদের স্বাবলম্বী হবার জন্যে ইত্যাদি ধরনের। আমরা, স্কুলের সিস্টার, আর দিদিদের সঙ্গে দল বেঁধে একবার এক হাসপাতালে গিয়ে সেখানে ওয়ার্ডে জানলা রঙ করছিলাম মনে আছে। কিন্তু নিয়মিত কিছু করাতে আমি ঠিক যোগ দিইনি কখনো।

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। বছরের প্রথম দিকে। দিদি পশ্চিমবঙ্গের রেড ক্রসের মহিলা প্রতিনিধি হয়ে সর্ব ভারতীয় এক সম্মেলনের আয়োজনা্য একটি শিবিরে যোগ দেবেন দশ দিনের জন্যে। দিদি স্কুল থেকে পাঁচটি মেয়ে বেছে নিয়েছিলেন যারা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমি ছিলাম তার মধ্যে। বাড়ির থেকে অনুমতি মিলে গেল যাবার জন্যে। চুমকীও ছিল তার মধ্যে।

দিদির সঙ্গে আর একজন দিদি; আর আমরা পাঁচজন মেয়ে ‘একা একাই’ চললাম। তখনকার যুগে সাত জন মহিলা হলেও তারা একাই হতেন। দিদি সমানে বলতেন রাস্তায় কি রকম আচরণ করতে হবে, আমাদের কাছ থেকে কি আশা করা হচ্ছে ইত্যাদি। মন দিয়ে শুনতাম, কথা মেনেও চলতাম। কিন্তু আমাদের আনন্দ আর উচ্ছ্বাস আটকায় নি তাতে। দিদি নিজেও খুব যত্ন নিতেন আমাদের। মজা, আনন্দ করতেও সঙ্গী ছিলেন। দিদির সঙ্গে মজা, আনন্দ করলেও মাত্রা লঙ্ঘন করিনি কেউ কোনদিন।

সেবার ১৯৬৪র মে মাসে আমরা পৌঁছলাম সিমলার থেকে একটু নীচে তারাদেবী মিলিটারির কোন ক্যাম্প (সম্ভবতঃ) - সিমলার বাইরেই পাহাড়েরই এক জায়গায়। আমরা দিদির পরামর্শ অনুযায়ী কাপড়, জামা গুছিয়ে ট্রেন স্টেশনে হাজির হয়েই খালাস। কখন ট্রেন, কোথায় উঠব, কোথায় নামব, কি খাব সব মানে স—ব-ই দিদি জানেন। তবে আমরা খুবই অনুগত বাধ্য মেয়ের দল ছিলাম। সঙ্গে আরেকজন দিদিও ছিলেন স্কুলের। প্রচুর মজা হয়েছিল দশদিন ধরে। দিদির নিশ্চয়ই প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের বয়সী মেয়েদের নিয়ে বেরোনোয়। খুবই সামলে রাখতেন আমাদের তবুও আমাদের সুযোগ থাকত নিজেরা নিজেরা ভুল করে তার থেকে শিক্ষা লাভ করার।

বাঙালি তায় সব ছোট মানুষ, প্রথম বার সবাই বাড়ি ছেড়ে এত দূরে গেছি। প্রথমেই মুখ খুবড়ে পড়লাম খাওয়ার challenge এ। রোজ রাতে খেতে বসে দেখি কাঁচা কাঁচা ভাত (পাহাড়ের ওপরে চাল সেক্ষ হচ্ছে না) আর কি যে সজী তা তো জানিই না। আমার মত বাঙালীরা রুটিও খাইনা। খেতে বসেই রোজ নাকি কান্না জুড়তাম দিদির কাছে। ও মা, দিদির ঝোলা থেকে বেরোল ঘি, লংকা গুঁড়ো, বাঙালী আচার - তা দিয়েই তখন কাঁচা কাঁচ ভাত পরম তৃপ্তির সঙ্গে গলা দিয়ে নেমে গেল। দিদি খুবই নিয়ম মেনে সব কিছু করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমাদের কি দরকার না দরকার, কার কি অসুবিধে, কে কি ভালবাসি খুব খেয়ালও রাখতেন। মাত্র একদিনের জন্যে আমাদের সিমলা নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল; যে যার দলের সঙ্গে বেড়াবে বলে। দুপুরে খাবার সময় দেখি দিদি আমাদের দলকে নিয়ে সোজা এক পাঞ্জাবী রেস্টুরান্টে গিয়ে ভাত, মাংসের ঝোল অর্ডার করেছেন। সেই ধনে পাতা দিয়ে মুরগীর ঝোল আর ভাত রান্না আমার আজো মনে রয়ে গেছে - বিশেষ করে দিদির স্নেহের পরিচয়ে। দিদি কিন্তু তখনকার দিনের বাঙালী ঘরের বিধবা, নিজে নিরামিষাষী ছিলেন। তারপরে দিল্লী বেড়ানো হল দিদির সঙ্গে। সিমলা থেকে ফিরে দিল্লীতে নেমে কালীবাড়িতে উঠলাম সবাই। দিল্লীর হোলি চাইল্ডস্‌ও গেলাম আমাদের সিস্টার রোজিনার সঙ্গে দেখা করতে। বিড়লা মন্দির, গান্ধীজীর স্মৃতিসৌধ, চাঁদনি চক সব বাসে করে, হেঁটে হেঁটে দিদির সঙ্গে ঘুরেছি। দিদিই সব কিছু খরচের টাকা দিয়ে গেছেন দিনের বেলা। সারা দিনের ঘোরাঘুরি শেষে রাতে বিছানায় বসে দিদি মুখে মুখে খরচ সব যোগ, বিয়োগ, ভাগ ইত্যাদি করে প্রত্যেককে তার নিজের ভাগের কি খরচ হয়েছে বলে দিতেন। আমরা যে যার নিজের নিজের খরচ দিদির কাছে দিয়ে দিতাম।

দিন তিনেক দিল্লী বেড়ানোর পর একদিন দিদি বললেন দেখি তো তোমাদের কার কাছে কি টাকা আছে। আমি এখন থেকে আগ্রা ঘুরে আসার খরচ সব হিসেব করেছি। যদি সবাইএর যা আছে সব মিলিয়ে ঐ টাকাটা থাকে, তবে চলো আগ্রা ঘুরে আসি। আমরা তো মহোৎসাহে পুঁজি পাতি নিয়ে গুণতে বসে গেলাম। নাঃ সেবারে আর আগ্রা যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আমি আরো ২৫ বছর বাদে আগ্রা ঘুরতে গেছি। জানা নাই, দিদির আর কখনো সে সুযোগ হয়ে ছিল কি না।

এছাড়াও গেছি হরিদ্বার, দেবাদুন, মুসৌরী একবার দিদি, পারুলদি আর স্কুলের আর এক বান্ধবীর সঙ্গে। যাবার আগে ঠাকুমা তাঁর বোনবির নাম, (কণা), ঠিকানা লিখে আমায় দেন; যদিই বিদেশে কোন বিপদে পড়ি বা দরকার লাগে এই বলে। আর বললেন কণাকে পোস্টোকাড লিখে দিচ্ছি তোদের যাবার কথা বলে। আগের থেকে দিদি সব সময় থাকার ব্যবস্থা পত্র করে বেরোতেন না।

হরিদ্বারে পৌঁছে দিদি ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা ঠিক করলেন। হৃষীকেশ, লছমন ঝোলা ঘুরে এসেছি সেখান থেকেই। তারপরে ভোর বেলা নাগাদ দেবাদুনে নামার আগে দিদি বললেন যে আমরা একরাত স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই থাকব। তারপর দিদি থাকার জায়গা ঠিক করে নেবেন। স্টেশনে নামার আগেই দেখি কালো কালো

পোশাক পরা মিলিটারি টাইপের একদল লোক বন্দুক হাতে স্টেশনে কিছু কার্যোপলক্ষ্যে নেমে ঘোরাঘুরি করতে লেগে গেল। বেশ ভয়ের ব্যাপার। দিদি ওয়েটিং রুমে আমাদের নিয়ে রাতে থেকে যেতে সাহস পেলেন না।

অগত্যা আমাকে বললেন আমার মাসতুতো পিসিটির (যাকে আমি কবে শেষ দেখেছি কে জানে!) ঠিকানাটা দিদিকে দিতে। সে তো অনেক খোঁজ খবর নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে পিসেমশাইএর মিলিটারি কোয়ার্টার্সে পৌঁছালাম। তখন আমাকেই দরজায় গিয়ে কড়া নেড়ে ঢুকতে হল। ভয়ে, লজ্জায় গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কণা পিসিমা আমি এসেছি শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছেন - মুখে চোখে অবাক চিহ্ন। আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে চৌক গিলে বললাম যে ঠাকুমার চিঠি পাও নি? পিসি তো সেখানেই প্রায় মাটির ওপর বসে পড়েছে অমঙ্গল আশঙ্কা করে। আমি আবার তাড়াতাড়ি আমাদের অবস্থাটা বোঝালাম। দিদিও অবশ্যই এসে হাল ধরলেন। আমার তো প্রচণ্ড লজ্জা করছে প্রায় অল্প চেনা এই পিসির বাড়ি চারজনে হঠাৎ এসে এরকম ভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্যে।

পরের দিনেই দেখি অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে। পিসিমা একটা ছোট ঘরের মেঝেয় আমাদের চারজনের বিছানার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দিদি সন্ধ্যা বেলাই চান করে পরিপাটি হয়ে মেঝেতে বসে কুটনো কুটতে কুটতে দিদির শ্বাশুড়ির সাথে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। পিসির ছোট ছেলে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পিসেমশাই জীপ যোগাড় করে আমাদের দর্শনীয় জায়গায় ঘুরতে যাবার প্ল্যান করছেন।

দিদির সঙ্গে অনেক সময়েই বেড়াতে গিয়ে হয়ত আমার মামার বাড়ি বা বন্ধুদের দেশের বাড়ি বা আমাদের জানা কারুর অল্প পরিচিত কারুর বাড়ি গিয়ে উঠেছি। দিদি কিন্তু এত অল্প সময়ে সবাইএর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে, তাদের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে এত আপন হয়ে যেতেন যে নিজেদের অযাচিত মনে হয় নি। পরকে অল্প সময়ের মধ্যে নিজের করে নিতেন দিদি নিজ গুণে। নানান অসুবিধের মধ্যেও নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা একটা বিরাট গুণ ছিল দিদির।

মনে হয় দিদির থেকে অল্প কিছু হয়ত শিখতে পেরেছি। প্রথমত বেড়াতে ভালবাসা। যদিও সে গুণ আমার ঠাকুমা, বাবা-মাএর মধ্যেও প্রচুর ছিল। দিদি তাকে উল্লেখ দিয়েছিলেন যথেষ্ট। এর মধ্যেও বড় ব্যাপার ছিল যে বেড়ানো হলেই হল। খুব নাম জানা বড় জায়গাই হোক বা অখ্যাত কোন ছোট গ্রামই হোক - বেড়িয়েই আনন্দ। নতুন কিছু শিখেই আনন্দ আর জেনেই আনন্দ। নতুন নতুন লোকজন এবং পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এসবও এক বিরাট শিক্ষা ছিল। সারা জীবনে কত কিছুইই সম্মুখীন হয়েছি যখন এইসব খুঁটি নাটি শিক্ষা খুবই কাজে দিয়েছে।

এই বয়সে এসে যখন পিছন ফিরে দেখি, বুঝতে পারি প্রায় ৫৫/৬০ বছর আগে সমাজের অত বাঁধা নিষেধের মধ্যে থেকেও, সেই সমাজেরই বেড়া ভেঙেছেন দিদি সমানে তবুও তাঁকে এতটুকু অসম্মান করেননি কেউই। উল্টে সেই ছোট্ট খাটো মানুষটি প্রচুর সম্মানের সঙ্গেই মাথা উঁচু করে ছিলেন। অসম্ভব নেতৃত্ব দেখিয়ে গেছেন, নতুন নতুন পথ দেখিয়েছেন; কিন্তু সোচ্চারে প্রতিবাদ, ঝগড়া করে নয়। গান্ধীর্য বজায় রেখে, নিজের বক্তব্য মিষ্টি কথায় বলে, বুঝিয়েই কাজ করেছেন এবং করিয়েছেনও।

দিদিকে নিয়ে অসংখ্য গল্প আছে আমার। এই স্বল্প পরিসরে আর একটাই দরকারী কথা বলে রাখি। এখনকার এই give back এর শিক্ষা সেই তখনই দিদির কাছে শেখা আমার। নাগপুরের কাছে বাবা আমতের শ্রমদান শিবিরে গিয়ে দিদি আর আমি আরো অনেকের সঙ্গে শ্রমদান করি ১৯৭১এর গ্রমে। আরো অনেক অনেক গুণেরই অধিকারী ছিলেন দিদি। অনেক কিছুই শিখেছি আর কাজে লাগিয়েছি জীবনে। দিদি এবং তাঁর এই সংসারের প্রতি অবদান বেঁচে আছে এবং থাকবে আমারই মত অসংখ্য ছাত্রীদের মধ্যে।

কয়েকদিন আগে শিক্ষক দিবসে নানান লেখা পড়ে দিদির জন্যে আমার খুব মন কেমন করছিল।

অন্তরের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম, শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জানাই।

নাম। মাধুরী হাজরা

ফোন। 1.248.961.3990

ই-মেল। chhandab@aol.com

<<সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত>>

পরিচয়ঃ | She is loving her retirement since 2015. She loves life, people and everything else about life and is having a blast with traveling, her friends and primarily her Family. Founding personality of Bichitra.



উদ্ভিদ-জগতের কানায় কানায় ঠাকুরমা

ভারত বিভাগের অনেক দিন আগে থেকেই বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা শুরু হত সকালবেলার জলখাবার দিয়ে: চিড়া-মুড়ি, আটারুটি, নতুবা সিদ্ধভাত - তত্ত্ব বা পান্তা। শহর এলাকায় চা-বিস্কুট, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তুলনায় সিদ্ধভাতই বহুল প্রচলিত। সিদ্ধভাতের সঙ্গে নানা ধরনের তরিতরকারি যথা আলু, বেগুন, কুমড়া, ঢাড়া, শিম, পেঁপে ইত্যাদি সাধারণত পরিবেশন করা হয়। এখানে কাঁচামরিচ বা ঘি ব্যবহার ভুলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এমন অবস্থায় সকালবেলার জলখাবার তৈয়ার করার দায়িত্ব কে নেবে? কঠিন কাজ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা নিয়ে মোট ৮/১০ জনের বেশী হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়; আর সেখানে কর্মঠ প্রাপ্ত বয়স্করা নানা কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন ঠাকুরমাদের সাহায্য ও সহযোগীতা নিতান্তই প্রয়োজন।

এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে ঠাকুরদা বা ঠাকুরদি উনাদের নিজস্ব পরিবারের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বদাই প্রস্তুত এবং অটুট। এমন পরিস্থিতিতে ঠাকুরমা সকালবেলার খাবার তৈয়ারীর ভার নিয়ে থাকেন এবং এইটা খুব স্বাভাবিক ও আদর্শস্বরূপ। তবে Grocery Collecting Guy(গোমস্তা) এর উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে এবং তৎসংলগ্ন পরিস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তার সমাধানস্বরূপ উদ্ভিদ-জগতের কানায় কানায় ঠাকুরমার অবদান। বসতবাটির অভ্যন্তর এলাকায় প্রয়োজনীয় তরিতরকারি উৎপাদন করাই হল তাঁর প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। নিজের হাতে শস্যের বীজ বপন করা থেকে শুরু করে সদ্যপুষ্ট ফসল তোলা অবধি ঠাকুরমার চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি অনায়াসেই সকলের বোধগম্য হত। করতালি বা নাম-কীর্তন শুনিয়া গাছকে আনন্দ দেওয়া ও সজাগ রাখার প্রয়োজনীয়তা ছোটদের বুঝিয়ে বলতেনঃ গাছেরও প্রাণ আছে, এবং তার দেওয়া শস্যাদি যত্ন সহকারে তোলা ও ভাল পাত্রে বা ভাড়ে রাখা উচিত। হাসির ছলে তিনি এও বলেতেন যে সম্ভব হলে “ সোনা বা রূপার থালায় ”, নতুবা গাছ রাগ করে ও তার মন ক্ষুণ্ণ হয়।

সাধারণত সকাল বেলার রান্নাঘরের কাজ শেষ হবার পর মধ্যাহ্ন-ভোজনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনীয় তরিতরকারি কুটার পর রান্নাঘর থেকে ঠাকুরমার ছুটি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরমার আর এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। আর সেটা ঠাকুরঘরের ক্রিয়া-কর্ম ও নিত্য পূজা সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত। সেখানে ফুল, ফল, তুলসি, ও বেলপাতার বিশেষ প্রয়োজন। তখন উদ্ভিদ জগতে ফিরে আসা বাদে ঠাকুরমার অন্য উপায় ছিল না। তবে এখন বাড়ীর অভ্যন্তরে নয়; বাহিরের দিকে উনার প্রধান লক্ষ্য।

দুপুর ও সন্ধ্যায় পূজা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম পুজামণ্ডপে (শ্রী শ্রী জয়দুর্গা মন্দির) এবং তারপর চন্ডী মণ্ডপে বারান্দায় প্রতিষ্ঠিত তুলসীতলায় যাওয়ার যে প্রথা, ভারতবিভাগের পূর্বে তার কোনরূপ ব্যতিক্রম ছিল না। এই পূজা দেওয়ার পথে গাছগুলোর অবস্থার খবরাখবর নেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমাদের বা বাগানে কর্মরত লোকেদের বুঝিয়ে দেওয়া ঠাকুরমার এক দৈনন্দিন কর্তব্য। ফলে বাগানের কাজ সময়মত ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হত। ঠাকুরমার কথা হল- গাছের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক এক অতুলনীয় ব্যাপার - সহজে ভোলার মত নয়।

ভারতবর্ষ ভাগ হল - দুইটি দেশঃ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান। পরিবারে ভাঙ্গন ধরল এবং সে এক অপরিহার্য ও খুবই শোচনীয় ব্যাপার। এখন অন্যত্র যাওয়ার পালা। এ অবস্থায় ছাত্রাবাসে বা নানা ধরনের আশ্রমে অনেকেই অস্থায়ী বসতি শুরু করে। তখন ঠাকুরমার আদর্শ অজান্তে

অবস্থায় সঙ্গে সাথী হয়ে সঙ্গেই ছিল। শস্যক্ষেত্রে তথা ফুলবাগানে কাজ করার ক্ষমতা নতুন করে অর্জন করার প্রয়োজন হয় নাই। তথায়, বিশেষ করে আশ্রমে নিজের হাতে উৎপাদন করা উল্লেখ-যোগ্য শস্য হলঃ বেগুন, টমেটো (বিলাতী বেগুন), কাঁচামরিচ, ঢাড়াশ ও বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণে লাউ। নিজস্ব বাগানের শস্যাদি নিয়ে রান্নাঘরে পাচকদের মধ্যে নানাহ ধরনের গোল-পরমর্শ হত এবং আজও হয়ে থাকে। ইহা বলাই বাহুল্য যে খাবারের সময় নিজস্ব বাগানের ও খোলা বাজারে কেনা শস্যাদি এবং তৎসংক্রান্ত অর্থনীতি নিয়ে প্রায়ই সমালোচনা হয়ে থাকে। সত্যকথা হল যে আজকাল দিনে কৃষকরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাস করে এবং তুলনায় বাজারে অনেক সস্তায় তাদের পণ্য বিক্রয় করে। এখন প্রশ্ন হল, ঠাকুরমার চিন্তাধারার তাৎপর্য কোথায়? প্রথম কথা হল সদ্য তোলা নিজস্ব বাগানের শস্যাদি অতীব সুস্বাদু এবং খোলা বাজারের উপর কোনরূপ নির্ভর করার প্রয়োজন থাকে না। আবার এ কথাও মনে রাখা দরকার যে বাগানের কাজে শারীরিক পরিশ্রম দরকার, সে পরিশ্রমের মর্যাদা লুকিয়ে থাকে নিজস্ব স্বাস্থ্যের মধ্যে।

ঠাকুরমার শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা এখনও সেই চিন্তাধারার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য মনে হয় সূক্ষ্মভাবে বজায় রেখে চলছি; গত কয়েক মাস আগে, মিশিগান-এর ভরপুর Summer-এ, পর পর কয়েকটি স্হানীয় বন্ধু পরিবারের সঙ্গে দেখা হয় বিভিন্ন শহরে – পারিবারিক বন্ধন ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। সে সময় সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের বাড়ীর বাহিরে ও ভিতরে বাগান দেখার সুযোগ হয়। দেখলাম খুবই অস্বাভাবিক ও চমকপ্রদ। এদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অনুরাগ এবং কৌতুহল জড়িয়ে আছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারই কিছু নিদর্শন স্বরূপ ছবি :: --



Fig 1A

গোপাল রায়ের অভ্যন্তরীণ মরশুমি ফুলের বাগান,
Troy, Michigan



Fig 1B গোপাল রায়ের অভ্যন্তরীণ সবজি ও শস্য বাগান, Troy, Michigan



Fig. 2 ঠাকুরমা'র ঐতিহ্য –
তুলসীতলা, Farmington Hills,
Michigan,

ডঃ দেবব্রত পাল ও মৈত্রেয়ী'র
সুসজ্জিত দেবী ও সুরক্ষিত
বেদী; দেবী ঘরের মধ্যে পূজা গ্রহণের
অপেক্ষায়।
তৎসংলগ্ন চেষ্টা প্রশংসনীয়!



3A



3B

Fig. 3 Planted by Dr. Jay and Rita Chakraborty: কাঁচালঙ্কা, বিলাতি-বেগুন, ও বেগুন গাছ।
Plymouth, Michigan



4A H O U S E Showing the Front Garden

4B W A L K W A Y T O H O U S E

Fig. 4 Sudharanjan Bhattacharyya's House, Shelby Township, Michigan- Decorated with lots of varieties flowers around.



5A

5B

Fig. 5A & 5B Troy, Michigan এ ডঃ মনোরঞ্জন ও সূতপা সাঁতারার বাসস্থান - একটি ছোট্ট বাগান-বাড়ী।

সম্মুখের বাড়ীর দৃশ্য ও বাগানের কুমড়া - একটি আকর্ষণীয় শস্য!

বাড়ীটি ফুল ও নানা তরিতরকারির গাছপালাতে সম্পূর্ণ। শুভ্র জোৎস্নায় তার শোভা অতুলনীয়।



Fig. 6 ফুলের টবে বসানো বাঁদিকে উচ্ছে ও ডান দিকে করলা গাছ (Labor intensive & Hard work effects of Dr. Dhiren and Manjusri Roy , Plymouth Michigan)



7A

7B

Fig. 7A Grosse-Pointe, Michigan নিবাসী ডাঃ চিত্তরঞ্জন দত্তের দেওয়া একটি খুবই ছোট বেল-ফুলে শাখা স্বচ্ছ Crystal Glass-এ সদ্য বসতি পেয়েছিল প্রায় ৬ সপ্তাহ আগে !

Fig. 7B ফুল এসেছে; বৃষ্টির সন্ধ্যায় তার মন-মাতানো গন্ধ খুবই প্রশংসনীয় (রবিঠাকুর কে মনে করিয়ে দেয়)



Fig. 8 From my daughter, Angkana's garden in Chicago, Illinois.

Special attention in the picture: Watermelon.

Noteworthy is the keen interest and active participation of my grandkids, Ashaan and Avi.

নাম। ডঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়
ফোন। 1. 734 459-8214
ই-মেল। dhirendraroy@hotmail.com

জন্মস্থান ছেড়ে কয়েকটি দেশে বসবাস করার পর অবশেষে North আমেরিকায় স্থায়ী বসতি নিয়েছি। অনেক দিন গত হল; কিন্তু ঠাকুরমার আদর্শ ও শিক্ষা আজও স্মৃতিতে পরিপূর্ণ বিদ্যমান। এই অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস (particularly from an older generation)। বংশ-বৃত্তান্ত বিচার করলে দেখা যাবে প্রকৃত বংশ-গত পার্থক্যের চেহারা। সমৃদ্ধ Industrial দেশগুলোর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নানা ধরনের। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি চিন্তাধারার রূপ আলাদা। অনেক কিছুই যুক্তি-সংগত কিন্তু গরমিলেও অভাব নেই।



বাড়ীর বাগান থেকে ফুল ও তরিতরকারি তোলার কথা এখন ভুলে গেলেও, ঠাকুরমার কৌতুহলজনক কথা –গাছেরও প্রাণ আছে –ভোলার মত নয়; কেননা কথাটির সত্যতা বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কার। বিশেষ লক্ষ্যনীয় যেঃ Now our youngest generation is in fact fifth-one in relation to my very grandmother (ঠাকুরমা)। এরা উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই কোন না কোনও উপায়ে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, ছোটদের জন্য একটি বইঃ **The Giving Tree – by Shel Silverstain.** এই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে বিচিত্রার শিশুদের জন্য একটি উপহার from the Roy family – **The Giving Tree;** শিশুরা মায়ের কণ্ঠে শুনবে, এই প্রতীক্ষায়।

Chronicle of a shy person

What do they call a person when that person speaks only when spoken to or speaks only if it is matter of survival? I am not going to judge and put a label on that person but you know what I mean from the title of this write up. You, the reader be the judge! Truth be told, it used to be a desirable quality for initial romantic inclination among younger folks - at least for the fairer gender. 'Oh that boy is so tongue tied when I am around'. Is something brewing? But, now one is desirable or not depends on number of "likes" that person has. Oh, he has more likes than me!

Back in the old country, you could spend your entire life comfortably if you are a 'not speak when not spoken to' kind of person. Specially, if one is gifted with abundance of cousins and aunts and uncles. For instance, if you want to relish some really delicious street food like, 'pani puri alias phuck ka' – you have to stand in line, and the 'Thelawalla' will have the privilege of ignoring you to serve. He will serve his favorite customer out of turn. Well, not if your cousin 'Babua' is with you! He will plead, and prod, and smile, and talk, and keep the dour 'Thelawala' entertained and he – yes it is he, not seen a female 'Thelawali' serving 'panipuri' in my life time - will serve you.

On other occasions like feast on somebody's marriage, cousins will make sure you get adequate amount of your preferred fish and sweets. You just smile and eat, no pleading or talking of any kind is required. They will grab the server's attention and compel them to deposit your object of desire on your plate. Only hazard is walking to school with him. You will be late. Not because we started late, but he will talk to any and every acquaintances he has on the way to school, never mind that he exchanged pleasantries with that person the previous days. But, people like us who are 'not speak when not spoken to' kind dare not think about not accompanying him, else who will plead and, prod come lunch time to get the best spot.

But the most excruciating moments in high school is not to get punished by teacher, but if you have to get something signed by the headmaster! First, you have to know the time when he is in the office – and to know that you have to hunt down and talk to his 'Chaprasi'. Then you have to talk and plead with your class teacher to get permission. Then you talk and plead and wrestle with headmasters 'chaprasi' to let you in the office. And you enter the room and it is empty – can't blame the 'Chaprasi', go back to class and ask for permission for next day – all the talking went to waste! On other occasion, you see the headmaster sitting there in his chair looking at some paper intently, and have mastered up enough courage to announce yourself, you are half way through. You think he will acknowledge you from last time? No, you have to tell who you are, why are you in his office, and not in class, and then ask him about your business. Then he will ask a host of questions about business, and if you are unlucky that day he might ask you to come some other day.

While my cousin will confront the headmaster while he is taking rounds, and smile, and talk. and headmaster will sign right then and there on the paper using the pen from cousin Babua! Unfair!

In college, you never had to go through likes of the headmaster episodes. You can pretty much go under the radar as long as you went to classes, and turned in your home work, did not get drunk too much, or eve teased one of the very few female students we had, or complained about bad food or holding onto library books

longer than you should. No fellow students will notice that you don't talk much, if you listened semi attentively their complains relating to food or laments about troubles with opposite gender persons. It was amazing - hardly anyone is paying attention that you just 'speak when spoken to' or speak if there is absolute survival need to initiate a speech. You had to able to recite headmasters name in school, but in college, don't even have to know who the director of college is or who is your head of the department!

As a person not always wanting to speak up - It will be silly not to include effect of Facebook, Instagram, and Twitter – and all other similar activities on people like us. Did the world went upside down for us? Is it a matter of survival, one has to inform millions of people about your discomfort with bathroom habits in Twitter when no body is asking? One guy even became president of USA as he can Twit better than the rest! People like us don't want to know who ate what on last Thursday in a Facebook story. Well, they say – people like us don't under stand necessity of life. It is not food, shelter, and clothing anymore – that wisdom is stone age version. If you are an Instagram account holder and follow some heavy weights, you probably have come to the conclusion that for most people in Instagram, seems like clothing is optional. It has been reported Instagram generates multiple picture with very little or no clothes every milliseconds. Now, clothing is substituted by “like” - craving to be recognized. So the same wisdom millennium version says, food, shelter and “likes” - more the better. This is unfathomable for people who 'speaks only when spoken to or speaks only if it is matter of survival'.

Well if you have wasted precious time of your day reading this inane article, It will leave you with some questions. They call it rhetorical questions!

Do you speak when not spoken to?
Do you have a Twitter or Facebook or Instagram account?
Did not have the courage to ask if you have a mobile phone!

Dr. SuSanta Sarkar



After working for a very long time Engineer. Since then he plays a lot of to play musical instrument and sing. in Rochester Hills. If you are curious to

Susanta Sarkar retired from being an Automotive tennis, reads a lot of short stories and novels, and tries No, he did not migrate to Florida, as rumored, still lives know more please use any search engine.

<https://www.youtube.com/channel/UC-9YW3Nxn25trCPkneDoUGQ/>

You Live in a Jungle

“Are you going to kill it, or should I kick you out of the house?”

It's 7:30 AM and my mom was shouting at me. Actually, she wanted to go to take shower, but there was a lizard just chilling right on top of the shower head. My mom and the lizard don't like each other mostly, my mom.

This is very common in Indian homes. We have lizards all around the house. Especially where ladies' lives. They shout and make noise every time they find one. But, as always, the males must come forward to kick them out. Or in other words, males have been forced to do that. Deep inside they also think about how to kick their own lizards out. But a spouse is tough my friend, so better focus on lizards only! I have also seen husbands behaving like some kind of superhero after saving their homes from a tiny creature. Their walk is full of pride and ready to accept all the love, hot tea, lunch, dinner, and TV remote. It goes away from them within a second when they find the dead lizard they are holding is still alive. WAIT UNCLE, don't jump from the balcony. Too Late! Someone called the ambulance!!! So, the point is, I had to do something about taking that lizard out of the bathroom. My dad was not home, and everyone called me his HEIR, so I had to take that responsibility. I choose the best weapon to fight this battle, SLIPPER, just one. I saw she already moved from shower head to light bulb. War becomes tough because I can't hit the bulb. My dad was at work, he was coming back home. So, he was able to find out if I broke it. And he had full right and power to kick me out from the house, like how I was kicking out lizards. Oh wait, AM I A LIZARD?

Never mind, I decided to use the most ancient, powerful, most common yet successful technique. “Chhi.....Chhii.....Chhiii....” started blowing air from my mouth along with waving slipper. She got scared and moved to wall. I told you it works all the time.

“You loved her enough. Thinking about getting married or what? Hurry up!” That's my mom again. But before I did anything, that lizard just jumped on my shoulder and ran outside the bathroom, which is inside the house now. She changed my position in 3 seconds. No Way! She was actually running towards my mom, and she realized she was on the wrong path. But then something happened which was unexpected.

Scared equally, the lizard and my mom decided to run away from each other by running in the same direction. So, my mom just ran over, I mean stepped over her rival. The Lizard was weak. Couldn't bear

almost 200 pounds (hope my mom doesn't read the weight part). My mom changed her position in 3 seconds. That proud lady finally took shower. Yes, I was cleaning the house. It's so hot here, someone please turn on the fan!!!

Not only lizards, but cockroaches are also very common and frequent visitors too. The rule is the same with them too. Moms only shout, dads have to take action. The other day I was reading a newspaper and found one of them on the fourth page. He might be checking pesticides commercials. I thought! But then he looked at me. I thought he got mad at me because his antennas were moving. He looked like some spy with a black sunglasses who just got caught. I believe that might be their technique to impress female cockroaches. No doubt that there are so many.

They can bring you some intense moments in your life. Imagine you are in the toilet doing your personal business, and this guy shows up. Surprise! You can't run away from this situation. And you know what!

He knows it. It is like how ‘Apsaras’ from heaven used to break a monk's penance. But that helps sometimes to empty your stomach, or you get constipation. Depends on how scared you are! Let me take shower here first!

Ants! Another intellectual. Drop some food anywhere and you will see them in groups. They are black and red. Black ones run faster. Red ones give you kisses. I noticed once, after biting me, the red ant was weltering on my skin. As if she was laughing or maybe my blood was tasty that made her happy. But we should learn how to form a line and walk. Every time I see them, I miss the parade.

We have monkeys too guys! In India, when you feel someone is walking on your terrace, believe me it is a monkey. They come in a nice group and destroy everything they can. Sometimes neighborhood uncles are friendly with them by providing bananas to them. Good thing, but please stop. Now they are coming every day, and when nobody feeds them anything, they destroy more in the household. Plus, we get slaps from them too. How cute! No, It's not! Everything is not cute, close the door and go inside. Get some snacks and watch through your window how much damage they do to your neighbor. Yes, I am a typical Indian, and I am PROUD of it!

People have also found Snakes, Turtles, and sometimes leopards from their homes. Singer frogs, running rabbits, and speedy squirrels always get crushed under our cars. I mean why do you guys want to come inside our house? We didn't put your name on our property documents.

But, we all know the answer. You know at least one person in your life who said this, “When we bought this house, there was nothing here. It was all farm and woods. This used to be the end of town. Now everything is so developed, we have become the center of town.” Or something similar. We did build homes for ourselves, but we acquired more space than we needed.

Now here is the scenario. Please imagine yourself in it. You went to your friend's house for Thanksgiving dinner. But when you came home it was not there. You see a big tree with a bunch of birds living there now. You have no clue where your house went. Did you imagine? Was it scary? Something similar happened to them as well.

I know you all are feeling bad right now. Trust me, that's what I wanted you to feel. But remember, you can always do something good for them and try to make yourself a good human. We call the lion the king of the jungle. So, if you ever see a lion in your neighborhood, please let the king in. Maybe he is looking for a home.

Enough now, I have an appointment with this housing company today. “Congratulate me guys, I am buying a house!!!”

Tip of the day: Please don't take off your facemask if you didn't hear properly.

Harshil Pathak



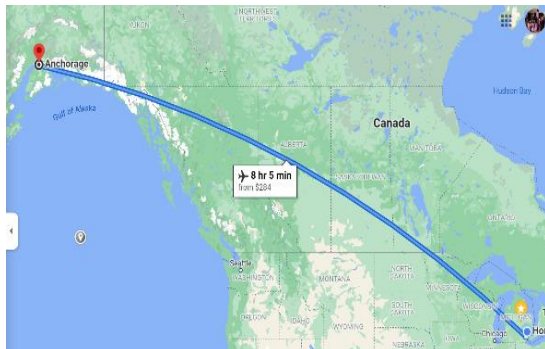
The ace Writer, readers are glued to his articles!

Spectacular Alaska Travel

Many of you have heard, read and even traveled to the pristine and unforgettable state of Alaska. I had heard so much about Alaska from my parents, Bishu and Dipali Mittra. They had traveled there in 1995 taking their oldest grandson, Rohin with them. He was only ten years old and celebrated his eleventh birthday on the cruise ship. Rohin fondly remembers his trip with his grandparents (dadu and didu) to Alaska. This year my younger son, Rintu, had planned a great trip to Alaska so Susanta and I could join him and his friend Alex for the trip. All of us looked forward to an amazing trip.



To give a brief overview of Alaska, it is the forty-ninth state of the United States and it is located on the



extreme north west of the country's west coast, bordering Canada. The state is vast and is considered

the nation's biggest state with 666,300 square mile. The rich broad land of Alaska has produced many billions dollars of gold, oil, fish, furs and timber.

The state also produces about sixty percent of the nation's commercial fisheries - a vast array of seafood. The state is certainly unspoiled, uncrowded and is vibrant with promise. Our foursome trip started in mid August this year. We met in Anchorage to start our road trip for ten days. Anchorage is considered Alaska's largest city with a population of 3000,000. Upon arrival at the airport, it was impressive to see Alaska's various wildlife displayed. On the way to the hotel we got our first spectacular scenic view of the city's Chugach Mountain range. In the evening we enjoyed the fish dinner, namely fresh Halibut and Rockfish. The temperature had dipped down to 54 degrees Fahrenheit, a drastic difference from 90 to 110 degrees Fahrenheit from Michigan, Texas & the state of Washington we had traveled from. It was really great to see daylight even as late as 10 pm. at night.

The next morning, Rintu drove us to Chugach State Park for hiking on the Glen Alps trail. The view from the overlook point provided a picture postcard of an unique & spectacular panoramic view of the mountain ranges & their peaks, the seashore, the valley & the city of Anchorage. In the afternoon we started our drive to Seward traveling on the breathtaking Seward Highway National Forest scenic byway. This highway extends to 125 miles between the two cities. The winding road runs through the scenic Kenai Peninsula, the Chugach



National forest, Turnagain Arm and Kenai mountains.

Our first shortstop was at the popular Beluga point which had the view of a rocky outpost, jutting into the waters of Turnagain Arm. This area is named for the white whales. Here we watched the tides, climbed the rocks and

captured the beauty. Next stop was at the town of Girdwood, thirty miles outskirts of Anchorage. We stopped at the Alyeska resort, a premiere year-round resort destination, for the tram tour to the top. Both the young men preferred hiking to the summit & reached the top in two hours. We, though, enjoyed the tram ride that took us to 2,750 feet of elevation. There we walked around the summit in cold weather for some time & got the unforgettable Panoramic view of the area before having a nice warm lunch.



Two nights of stay at the town of Seward was much welcomed. It is a small and picturesque fishing town, surrounded by Resurrection Bay and three of the mountain ranges. We had a nice view of the mountain from the house and appreciated it more from our stroll in town and enjoyed sitting by the Bay watching the calmness of the water. Here in Seward the famous Iditarod Trail starts and is known historically as Seward to Nome trail that is a thousand-plus mile historic & contemporary trail system in Alaska. The trail began as a composite of trails established by Alaska native people. We did not have time to explore on this trail. Alex & Rintu, however, went on the hiking trail near Seward that took them to the popular Exit glacier in Kenai mountains for a breathtaking view. This is the

only place in Kenai Fjord Park where vehicles can drive up to go for hiking on the trail to the glacier.

Early Sunday morning we boarded for a six hour Kenai National Park Fjord tour. Passengers of all ages and places were on board. We were excited and ready for the great adventure and sightseeing. The boat cruised through Kenai peninsula for a closer look of the rich marine environment, the ancient glaciers and the fjords. Speed of the boat and the unforgettable view offered an awesome feeling. To and fro in the journey we saw seals enjoying sunshine, otters floating in the water, mountain dall sheep in the distance, and a variety of seabirds like puffins. The highlight was the view of a large Fin whale next to our boat. The boat arrived at the glacier and stopped about a quarter mile away for the glorious view of the frozen Bear Glacier. Chunks of blue glacial ice were intermittently breaking at the end of the glacier and they could be seen floating on the water. The boat stopped for the passengers to catch the spectacular view of the glacier, icebergs and the surroundings.



Next day we started our drive back from Seward and reached the tiny foothill town of Talkeetna in the early evening, via Anchorage. This small town of 1000 people is tucked between the biggest city and North America's tallest mountain, Mt. Denali. It is also a gateway to Alaska's most famous Denali National Park and Preserve. Here, temperature varied from high 40 degrees to low 50 degrees Fahrenheit. Peaceful Stroll behind our cabin to the Talkeetna glacial river provided a serene and beautiful view. Vacationers were fishing on the Talkeetna river for Pacific salmon. Chinook, silver, sockeye, chum and pink are the five varieties of salmon that spawn in the Talkeetna system.

Besides salmon, trout, Arctic Grayling and Dolly Garden are other varieties in the system. The four species of crab, Pacific cod, shrimp, herring, sablefish (black cod) & Pacific Halibut are all harvested in other parts of Alaska.

This popular town of Talkeetna allows tourists various activities like taking a flight to see Mount Denali, the highest peak in North America with 20,310 feet tall. Other options are to go for glacier landing, hiking on trails or mountains, or river fishing. Our stay in the log cabins was very nice. On the fifth day, we looked forward to the arrival of the famous Denali National Park and Preserve. Closer to the Denali area, we saw a large moose grazing on the green grass by the roadside. We slowed down on Denali highway to watch this wildlife.



Upon arrival at the Denali National Park area, Rintu and Alex boarded their bus for a three night stay at the Denali Park and Preservation backcountry lodge for extensive hiking with seasoned guides each day. They carried with them bear and tick sprays for their hike in the park, essential for all wilderness hikers. The next day they explored the uncommon forest hiking on a non marked trail accompanied by a British guide and on the following day went on a regular trail. They saw indescribable sceneries of the mountains, eye catching greenery of pine trees, rolling tundra, glacier lakes, rivers, creeks and of course observation of many wildlife. The elevation provided them with an ecstatic feeling to be in nature. They even went biking around Denali Park's Wonder Lake on their last afternoon stay.

On the sixth day, Susanta & I got ready bright and early for a full day of bus tour of the park. We joined other tourists on the bus at 6:30 am. We were in awe as the bus entered the Denali National Park & Preserve. This park is huge and consists of 6 million acres of land & life

here continues as it has for the same for thousands of years without interference of people. The round trip we were doing that day was from the beginning of the park to the backcountry lodge in Kantishna and return, a total 184 miles. Tourists, however, on the park roads are only allowed to drive on paved roads up to mile fifteen on their vehicle. Beyond that, special pre approved permits are required unless tourists have the National park pass. Otherwise only tour buses or service vehicles operate on the narrow gravel road to Kantishna. Occasionally bikers can also be seen on park road.

The view of the park kept changing from different elevations to flat land. The changes gave our eyes a pleasing view of the natural pristine park. Tourists here get the experience of the park that is still untouched and living the same for time and again. The bus stopped at the various overlooks where we could see the different landscapes and waterways. They were u-shaped and hanging valleys, braided rivers, like one called Savage River, of many large glacier lakes, Wonder Lake was one; many glacier deposits, the so-called Oreo cookie glacier is black and white combination and polychrome mountains decorated in several colors. Throughout the day the bus driver narrated the history and gave a description of the park, alerting passengers of any wildlife in sight. All the different wildlife we saw from the bus were caribou, moose, bears, bear cubs, mountain dall sheep and eagle.



There were several occasions at the scenic overviews to disembark from the bus for the wide open natural view of the park and to smell the fresh air. We reached Kantishna, the backcountry lodge after 92 miles of ride, unwinded ourselves and had a very nice lunch. For the next couple of hours, we went for different activities in the area. Some tourists went for, hoping to find gold

pieces in glacial Moose Creek, others went for botanical hiking & got a taste of wild berries, some others like Susanta rested at the heated gazebo. I opted out in going for a stroll around the Creek and walked over the suspended bridge, enjoying the peaceful nature of the area. The topography in the Kantishna area is a series of broad rounded ridges formed by glacial moraines which are dissected by small drainages that flow into Moose Creek. This area is mostly rolling tundra hills, with heavy brush, wet tundra and bogs between the hilltops. In the open country lower elevation meant the return of shrubby vegetation and the spruce forests in creek bottoms.

On the seventh day Thursday at noon when the weather cleared up well from rain & fog, we took the plane ride with seven others for the tour of Denali Park and glacier. The pilot flew us right over the unusually beautiful snow capped mountain ranges, the amazing glaciers, the glacial waterways, park greenery & the polychrome mountains. We were again lucky to see the tip of Mount Denali, as we did from the bus. On Friday, Rintu and Alex could only return by bus, rather than plane & met us at our lodge. We said goodbye to Denali Park, taking precious memories of our stay and the grand time we all had and returned back to Anchorage for the last few nights of stay.

Saturday morning, Susanta and I took the trolley tour of Anchorage while Alex and Rintu went hiking. The tour of the city offered a good history of the place. We came to know from the guide that many residents own boats & sea planes and enjoy boating & flying for the short season available to them. He made our tour very interesting and made a special stop for all the passengers to disembark & take pictures of Mount Denali on this clear day. After the tour we tried for the first time reindeer sausages and moose gyros from the food truck near downtown. Come to remember, we also had halibut tacos from a food truck in Healey in the Denali area.

On Saturday afternoon, We returned to Chugach State Park. There we walked around and had a great view of

the mountain ranges, including Mount Denali. The two young men, however, started their hiking in the morning for Table Top peak & reached there early afternoon. After a long hard activity, they looked forward to a sumptuous dinner. All of us dined at this popular restaurant Anchorage Brewing Company for a variety of fish & seafood. Crabs, halibut, tuna and Salmon all were mouthwatering & deliciously prepared. On Saturday night, Rintu had to fly back early due to flight change & Alex returned early Sunday morning.

Last day before our departure two of us took a leisurely walk in town. Afterwards we decided to have lunch from the food truck same as Saturday and visited the Alaska Anchorage museum in the afternoon. At the museum we came to know about the lives of native Indians & Eskimos. Interestingly, there are several different groups of natives in Alaska scattered throughout the state. What we learned are about their various lifestyles; their love for the land; their deep respect for nature and wildlife; their pride and



preservation for their culture and their endurance living in the harsher weather of Alaska.

Monday afternoon two of us flew back from Anchorage to Michigan via Minnesota, reaching late at night. It was a long day of travel. Flying direct is definitely preferred as we did going from Detroit to Anchorage. We returned with fond memories of Alaska, hoping someday to return and explore more of this gorgeous state with our whole family, including our little adorable grandson,



Daxton Riyam.

Sipra Sarkar,
Rochester Hills

A Travelogue

Pages from my travel diary - GOKARNA and BADAMI, KARNATAKA, INDIA

< seeking to know my rich Heritage >

A family emergency forced me to travel from Muscat (Oman) to Mumbai and then Kolkata (India) in May this year. Muscat is where I am currently based due to my job. Oman had stopped all flights arriving from India during the second covid wave that gripped India so severely in April-May 2021. A few departure flights were allowed and I travelled in one of those flights wherein there were only eighteen passengers travelling to Mumbai from Muscat on 19th May 2021.

Having sorted out the Mumbai issues, I came to Kolkata to spend my annual summer leave. I have always loved to travel but obviously have not been doing so, for the last 18 months due to covid situation. This July-August I assessed the covid scenario and decided to give wings to my travel desire. I undertook a few road trips following all covid protocols to less crowded places which luckily for me turned out to be quite devoid of tourists.

I visited the terracotta temple town of Bishnupur and Bengal's Grand Canyon 'Gangani', Garbeta. Last week, I contacted my close friend who stays in Hubli, Karnataka and along with her, we took a road trip to Gokarna and Badami in Karnataka.

Gokarna

Gokarna is about 145 kilometres from Hubli and took us approximately 3 hours by car to reach there. At one stretch we also had to drive through Arabail ghat (a part of the western ghats from Mangalore to Mumbai). Gokarna is a sea side town of Karnataka and lies on the Konkan coastline. The town offers comfort to the mind and soul with its scenic beaches and is surrounded by hills on one side and the endless Arabian sea on the other. Exploring the beautiful beaches of Gokarna renders one with the visual delight of the water color changing from cyan to bright blue. The Gokarna main beach is near the Mahabaleswar temple and tourists can experience a holistic, fun filled and relaxing time there.



Gokarna Main Beach



Inside Mahabaleswar temple, Gokarna

The Shiva-Linga from the 4th century Mahabaleswar temple at Gokarna is below the natural ground level (Atmalinga). The Atmalinga is enshrined on a square pedestal (Peetha) inside the temple, which has a small hole through which the top of Atmalinga can be seen. The temple is of granite and has been built in Dravidian Architectural style.

There are many beaches in Gokarna, notably among them are Om beach, Kudle beach, Paradise beach, Half moon beach. Om beach is famous because it is shaped like the symbol OM by sheer coincidence. Rippling waves, bright blue water and beach side cafes and eateries make Om beach a perfect place to relax and unwind. Kudle beach is quite secluded and view of this beach from a hill point is amazing with glittering sands on the beach and its pristine water.

Gokarna is also famous for different types of spices. Gokarna can offer a stiff competition to Goa but many people are still not aware of this place and hence it is less crowded than Goa and more peaceful.



Om Beach



View of the Kudle beach from hill top

Badami

Badami is located in the Bagalkot district of Karnataka. It is around 138 kilometres from Hubli. The car drive through well maintained roads from Hubli to Badami took us two and a half hours. Badami formerly known as Vatapi is located in a red sandstone outcrop ravine and famous for Early Chaluykan Architecture (550CE -750CE), comprising of four rock-cut caves and structural temples like the Bhutanath temple, upper and lower Shivalayas. There is also the man-made Agastya lake which is 1400 years old surrounded by the red sandstone cliffs on all sides.



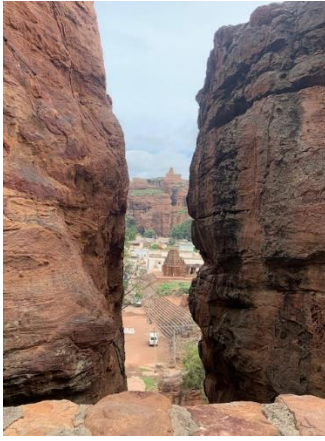
Badami caves



Red sandstone caves -Badami, the pillared porch of cave 1 is visible in lower level

There are four rock-cut caves in Badami. Cave no. 1 was excavated for Lord Shiva, Caves 2 & 3 for Lord Vishnu, and cave no.4 is a Digambara Jain cave with sculptures of Tirthankaras. There is also a natural cave between caves 1 and 2.

The ceiling and pillar details in these caves are expressive of the rich heritage of Indian Architecture and culture. The decorative pillars show layers of saree border designs, jewelry designs etc. Major planning in cave numbers 1 and 2 comprise of an open porch and pillared hall with a sanctuary. The Garbhagriha is cut into the back wall and the Garbhagriha in cave 1 has the Shivalinga. Two armed meditating door-guardians flank the entrances to the porch in cave no.2



Between the cliffs, far on the top seen is upper Shivalaya



The 18-handed Natarajan in Cave 1.
(on the right wall of the entrance porch)

The beams and columns carry continuous friezes and layers of puranic episodes. Brackets supporting the cornices resemble lions, elephants and humans emerging from the mouths of Aquatic creatures. Reliefs of Gods Brahma, Vishnu, Shiva-Parvati-Nandi, Durga, Kartikeya etc. are seen in caves 1,2 and 3. There are decorative medallions with Vidyadhara couples and foliations on the faces of the pillars.



Shiva-Parvati- Nandi in Cave 1 ,Badami

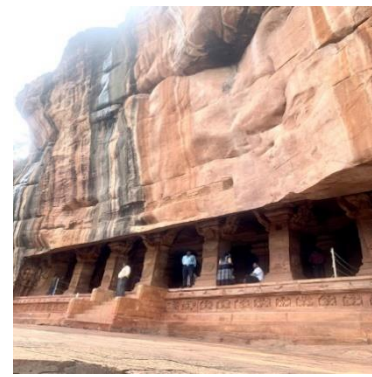


Pillar Details in cave 2
(saree border designs and Jewelry designs)

Agastya lake has Badami caves on one side and the Bhutanath temple complex on the other side. The temple is closed now due to covid situation. There is also a 17th century Adil Shah Mosque near to the caves -the view of which can be seen from top of Badami caves. Cave 4 is on the higher level of the red sandstone outcrop and is approached by a number of steps from cave 1 in the lower level. There is a good view of the whole Agastya lake from the Badami cave top. This is where sage Agastya vanquished the demon Vatapi by eating and digesting him.



View of the Agastya lake , Badami

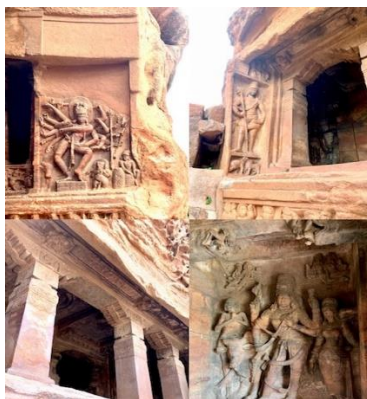


Cave no. 3 , Badami

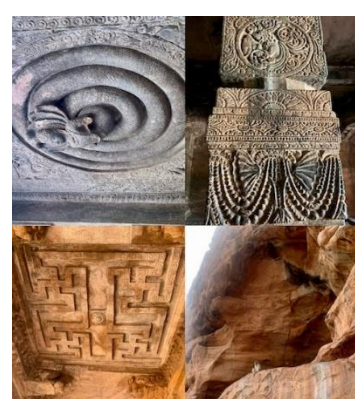
Badami-Aihole-Pattadakal are exquisite places to visit and study about early Chalukyan Architecture. They are heritage sites, now maintained by Archaeological Survey of India (ASI). I also visited the beautiful 1000 years old Banashankari temple, about 3 kms away from Badami caves.



Inside cave no. 4 (of Digambara Jain)



Pillar details



Ceiling details(swastika etc.)
Two Swastika details were there on the ceiling in cave number 2. One was unconfirmed swastika (cannot find the beginning or end of the swastika) and another one is confirmed swastika (has a beginning and end)



Photos and write up by: **Dr. Ashmita Roy**
Architecture faculty at University of Technology and Applied Sciences , Muscat,Oman.

A memorable summer road trip to Madison, Wisconsin

In July this year, we had the opportunity to visit Madison, Wisconsin and attend a family friend's wedding.

ChomChom in his seat



This was going to be my first trip to Madison, and a little “going down the memory lane” for Baba, who was visiting his alma mater after three decades. To avoid the unpredictable Chicago traffic and keeping our dog Chomchom in mind, I planned an adventure- a relaxed drive to Muskegon, take the ferry to Milwaukee, and a quick drive to Madison. The ferry ride on Lake Michigan felt

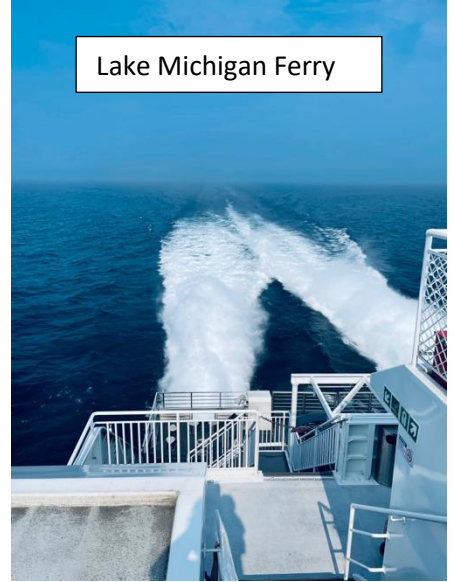
surreal, with choppy waves, high winds, and not a boat in sight. We crossed the lake in two hours. When we reached Madison, the first

thing we saw was the magnificent Madison “Capitol”. Not far from our hotel, the well-lit “Capitol” looked stunning. Next morning, we attended the wedding at a beautifully renovated Grain Mill. After attending the wedding and reception that night, the very next day Baba gave us a tour of the University of Wisconsin campus.

Wisconsin Capitol, Madison



Lake Michigan Ferry



Majestic Lake Mendota



Baba showed us the places he would hang out in his student days, where he lived, and where he did his research work. University of Wisconsin- Madison has a beautiful campus on Lake Mendota, which has a 22-miles long shoreline. I wished I went to school there, as I fell in love with the campus the moment I stepped on the lake-facing terrace of the Memorial Union. Right next to it was an old Romanesque style red castle called the “Armory”.



Baba in front of his Mechanical Engineering Building

The greenery of Bascom Hill and the long winding road leading out, overlooking the lake looked like a European landscape. Next we visited the Mechanical Engineering building where Baba did his PhD research, and which happens to be across from Camp Randall Badger football stadium.

On our way back, we found the apartment at Eagle Heights, where Baba and Mama-Dadu lived during their student days in Madison, it was very nostalgic for Baba.

A noteworthy point for foodies like me, University of Wisconsin- Madison has a “Centre of Dairy Research” located at Babcock Hall, and

the students at the Memorial Union are willing guinea pigs of their products. The ice-cream, which at Baba’s time was sold for a quarter, was delicious, but not that cheap anymore! The trip made me realize how hard Baba worked to finish his PhD in less than three years, and how this beautiful campus inspired him to work hard and not distract him away from his studies.



Kripa Bandyopadhyay- A lifetime member of Bichitra

ছোটদের পাতা

“Every child is an artist and Imagination is the Beginning of Creation”, couldn’t have been said it any better. “Chotoder Pata”, the magic created by little fingers, to rejuvenate your eyes. Applaud for their hard work, energy, and love for everything.



ADRIJA BASU

5 YEARS



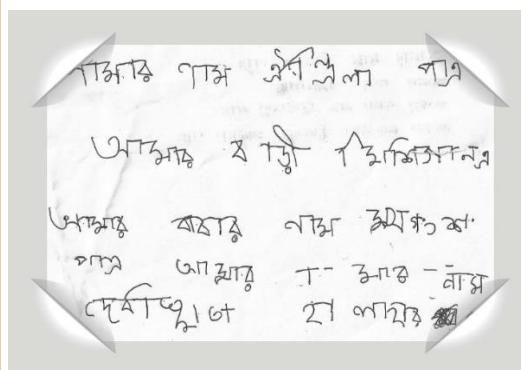
ANOOVA BASU 8 YEARS



OINDRILA PATRA



8 YEARS



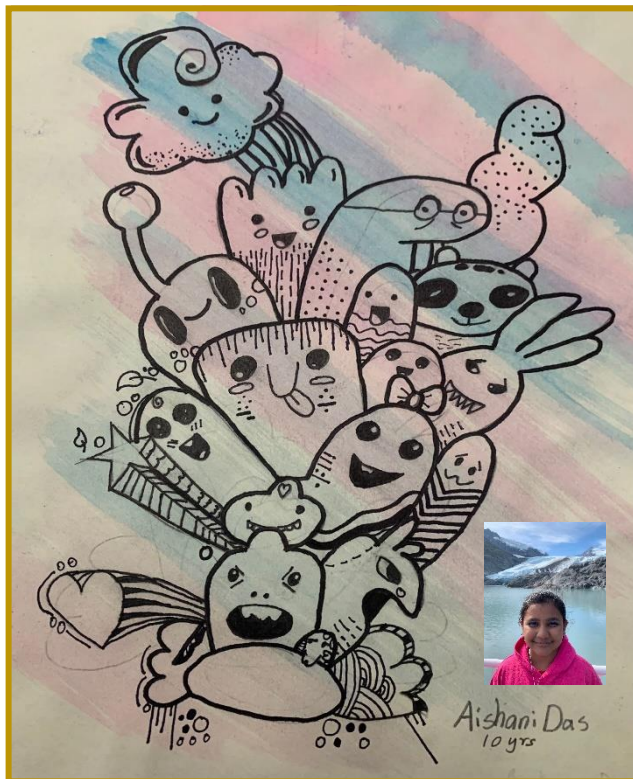
A VISION TO BEHOLD



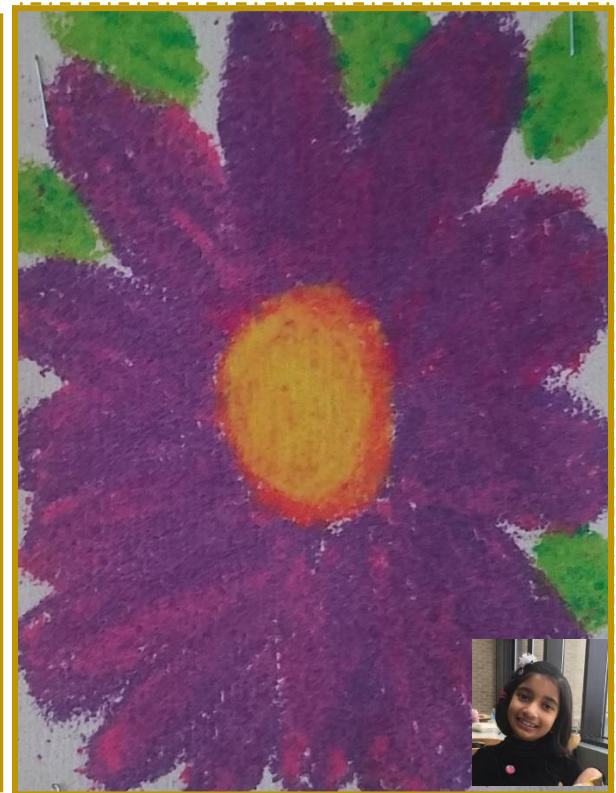
IRSI BAL 9 YEARS



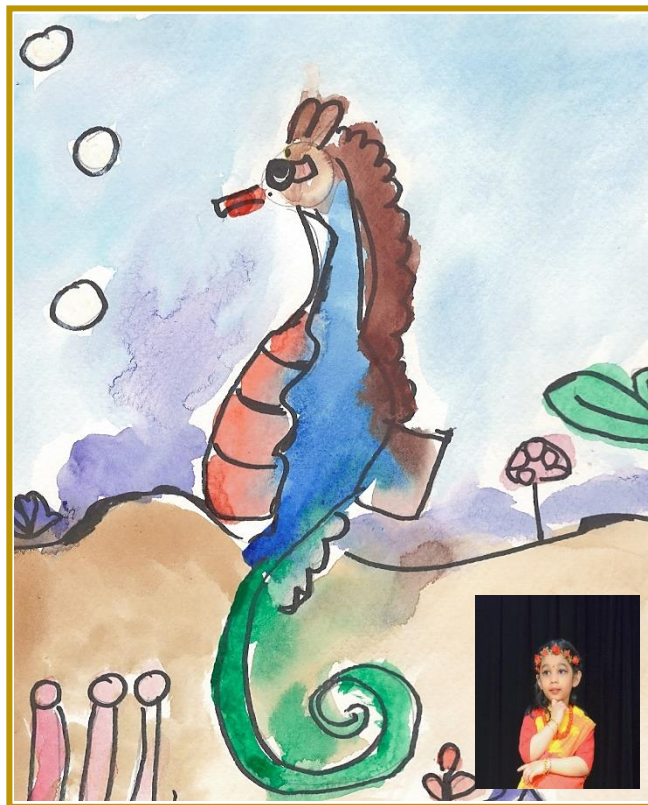
AARIT DAS 12 YEARS



AISHANI DAS 10 YEARS



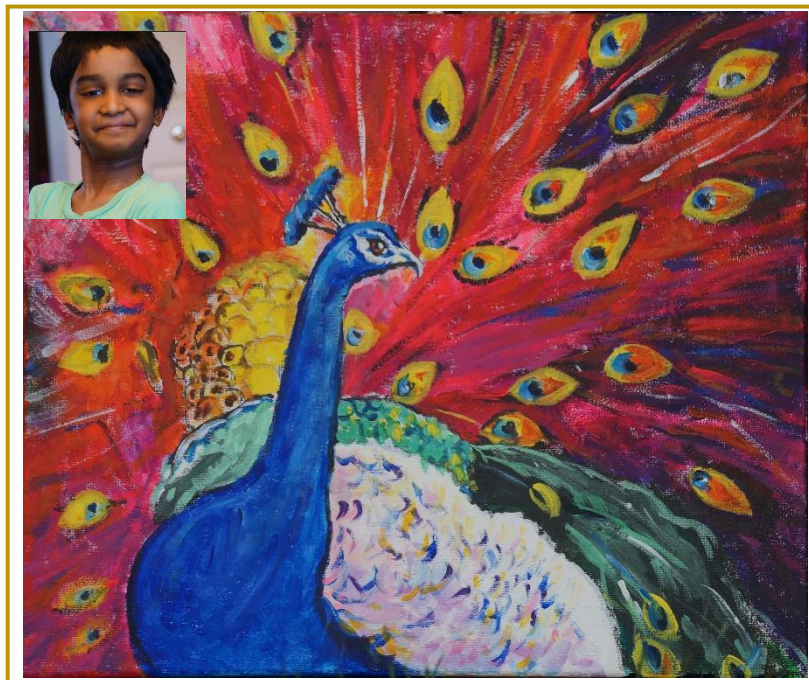
ROOPKOTHA DEY 10 YEARS



MIRA GHOSH 6 YEARS



SHREYAN GHOSH 7 YEARS



Radiance / প্রতিভাস
AGNISH ADHYA 9 YEARS



SHREYO GHOSH 13 YEARS



BICHITRA Pujo 2021
CONGRATULATES THE
NEWBORNS AND NEW
GENERATIONS WHO
ARE OUR FUTURE

NEWBORNS



NAME: **ZOLVEI KAPADIA BHATTACHARYYA**
DOB: DECEMBER 2020
PARENTS: RISHI & BINAFAZ BHATTACHARYYA
GRANDPARENTS: SUDHA RANJAN & SHAMPA
BHATTACHARYYA

NAME: **SATYA**
DOB: 14/04/2021
MOTHER: MOU SENGUPTA
FATHER: BAYLEE MILLER
GRANDPARENTS : DR. SANKAR &
SHARMILA SENGUPTA

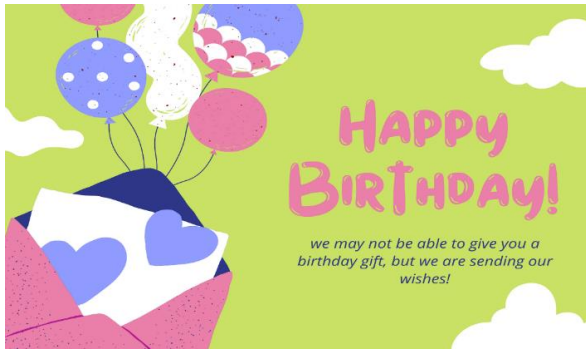


NAME: **YUVEIN SHANKAR MUKHERJEE**
DOB: 12/09/2021
MOTHER: TAMALIKA PAL MUKHERJEE
FATHER: MAUSAM MUKHERJEE

NAME: **RYAN DATTA PIECH**
DOB: 05/25/2021
PARENTS: DR. GREGORY & DR. TANUKA DATTA
PIECH
GRANDPARENTS: DR. SUBHASH & DR. NABANITA
DATTA



NAME: **LILY MARIE BAGCHI**
DOB: 07/12/2021
PARENTS: JESSICA GALANT & ANKOOR BAGCHI
GRANDPARENTS: DR. MIHIR BAGCHI & LATE MRS.
CHAMPA BAGCHI



NAME: KARINA BHATTACHARYYA KAHNOL

BIRTH DATE: SEPTEMBER 13, 2019

PARENTS: ROOMPA BHATTACHARYYA AND DILDAR KAHNOL

SISTERS: ANNIKA AND SAHANA

**Congrats
Grad**

BATCH 2021

Graduate Name : **Madhurima Nath**

Parents : Sudip & Chaity Nath

Graduating from/school: Novi High School

Going to/College/Post college : Univ of Mich

Program : Undergrad LSA



Graduate : **Rohit Ray**

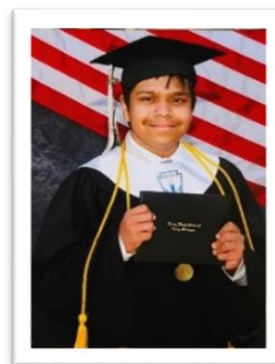
Parents : Koushik & Atreyee

Graduating from : Stevenson High School/UCMST

Going to : University of Michigan, Ann Arbor

Program : LSA Honors Program

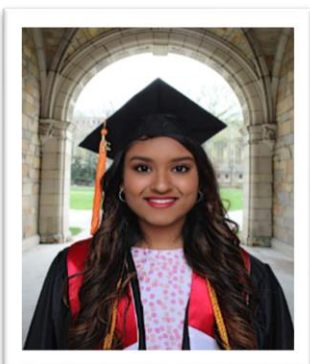
Graduate Name : **Ashesh Chanda**
Parents : Debjani Nayak and Hirak Chanda
Graduating from: Troy High School
Going to/College : Univ of Michigan, Ann Arbor
Program : Chemical Engineering



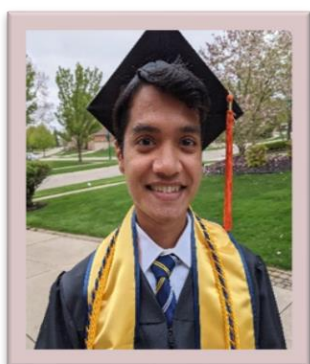
Graduate : **Sushrita Rakshit**
Parents : Shilpi and Jayanta Rakshit
Graduating from : International Academy East High School
Going to/ College : University of Michigan, Ann Arbor
Program : Physics

You are someone
worth celebrating and
going the extra mile for.

EMERGING PROFESSIONALS



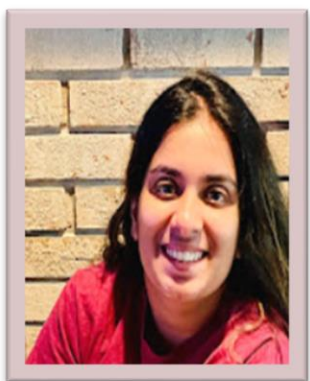
Name : **Treena Dutta**
Parents: Sujit & Pompee Dutta
Graduating from: University of Michigan
Program : Aerospace Honor Graduate



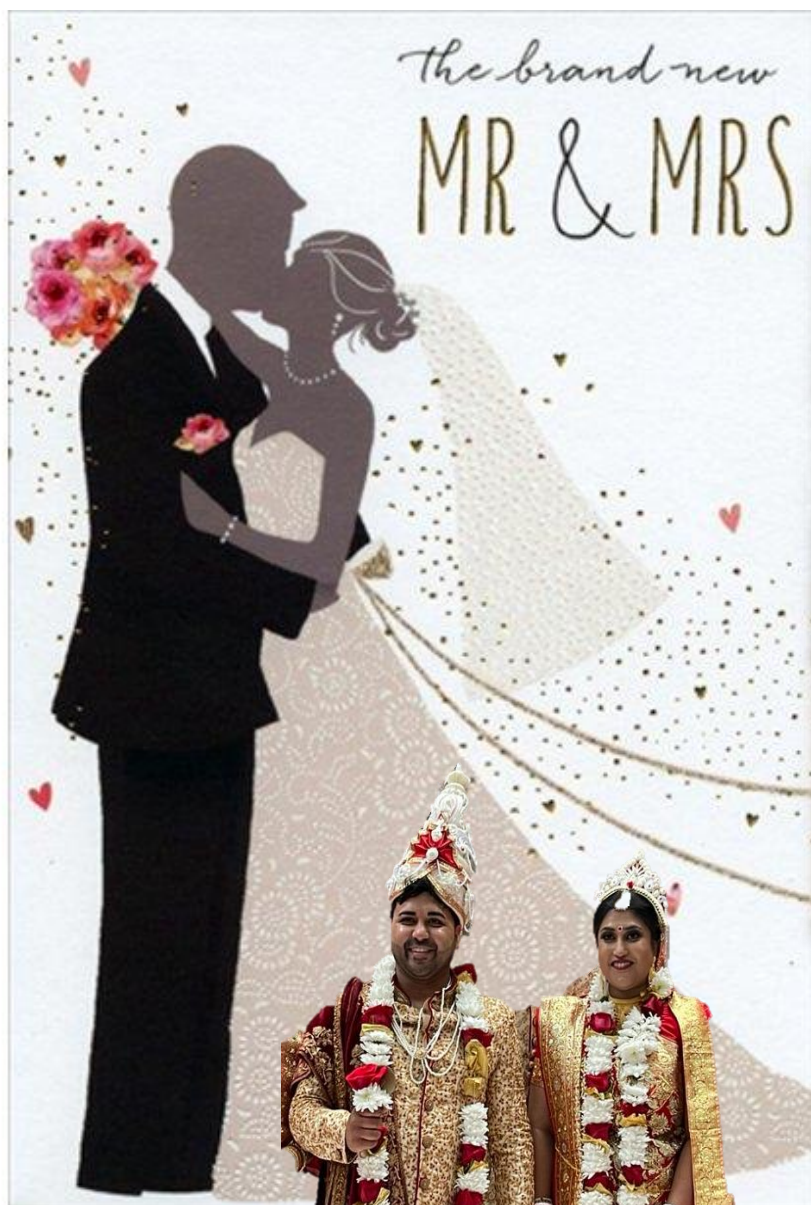
Name: **Dipra Debnath**
Parents: Debatosh & Sathee Debnath
Graduate from the University of Michigan, College of Engineering
Major: Biomedical Engineering
Starting the MS program in Biomedical Eng



Name : **Mayukh Nath**
Parents : Sudip & Chaity Nath
Graduating from/school: Univ of Mich
Going to/College/Post college : Univ of Mich
Program : Masters in Computer Engineering (VLSI)



Name : **Kripa Bandyopadhyay**
Parents : Pulak & Subhadra Bandyopadhyay
Graduating from/school: Walsh College, Troy, Michigan
Program : MS in Management



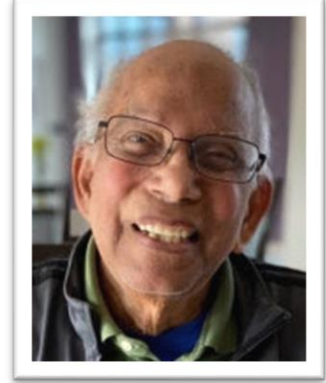
Sagnik and Purvi De
Saturday, July24, 2021
Proud Parents: Ruma
and Partha De

Ryan Roy and Trisha Saha
Saturday, July24, 2021
Proud Parents: Jharna and Nripen Saha

ওঁ গঙ্গা IN MEMORIUM

Dr. Jagneswar Saha, D.O. January 1, 1940 - August 30, 2021

Dr. Saha, a lifetime patron of Bichitra, was born on January 1, 1940, in Noakhali, Bangladesh. He graduated from Norottam Pur High School and Comilla Victoria Government College in Bangladesh. He migrated to America with his wife Sabita, after he was accepted for a grant to Northwestern University in Chicago, Illinois, to complete a PhD in Biochemistry. Dr. Saha was a teacher at Michigan State University when he entered the MSU Doctor of Osteopath program to pursue a career as a physician. He was a graduate of the first ever MSU D.O. graduating class. He began his medical career as a D.O. physician in at Detroit Osteopathic Hospital in Highland Park, Michigan. He eventually developed a solo family practice, which grew as an excellent medical care to multiple generations of families in the metro Detroit area. Dr. Saha later married his second wife Kamala. He was a devoted family man with ultimate love for his immediate family as well family in Bangladesh. He will always be remembered for his kind eyes, broad smile, grateful nature, and welcoming arms. Dr. Saha is survived by his three daughters with Sabita (Shampa, Pampa, and Samira), Kamala's children who became his own (son Milan and daughter Neelam), 4 grandchildren (Lila, Gavin, Ronan, and Ty), and his two younger sisters in Bangladesh (Jharna and Joshna). His numerous friends and well-wishers pray his soul rest in peace.



Sri Karuna Bandyopadhyay October 10, 1932 – October 1, 2021



Sri Karuna Bandyopadhyay, a longtime Bichitra patron and priest of Bichitra's Pujas for more than 3 decades, will be deeply missed. He was also Mitali's President. Mr. Bandyopadhyay was a graduate Electrical Engineer from Calcutta University and immigrated to USA in 1971. He worked in Bechtel and DTE-Nuclear Energy. He is survived by his beloved wife Mandira, his son Babu (daughter-in-law Kisa), grandkids Srimona, Sreyan, Shinjan and daughter Babli (son-in-law Nilotpol) Bhattacharyya/grandkids Noel, Nirvan, Nishan. May his soul rest in eternal peace.

Jayato Mukherjee

July 20, 1966 - August 22, 2021

Jayato Mukherjee, beloved father, son, husband, uncle, and friend of Bichitra passed away on Sunday, August 22nd 2021, at the age of 55. Jay, as he was fondly called, was born in Jamshedpur, India on July 20th, 1966 to Jolly and Jaladhi Mukherjee. He attended BIT Mesra, in Ranchi where he earned an MBA and began his career at the TATA Group in Jamshedpur, where he met and married Sharmistha. He was later employed as Senior IT Evangelist at Fiat Chrysler in the Detroit area. Jay was fond of staying fit and healthy, enjoyed sports and was passionate about tennis. Most of all, however, Jay enjoyed spending time with his family, especially his wife and children. Jay will be remembered fondly for his jovial nature and ability to win hearts. He was a wonderful father, a beloved son, a loving husband, and an amazing friend. Jay is survived by his two children, Josh and Tia, who meant so much to him, his wife Sharmistha, and his mother Jolly. He was deeply loved and will be sorely missed by everyone who knew him.



Bichitra deeply misses his outstanding personality.

Smt. Sipra Chowdhury 8/2021

Smt. Sipra Chowdhury left for her eternal abode of life and peace in August of 2021 to join her husband Dr. Pijush Chowdhury. Smt. Sipra Chowdhury, a beloved friend, daughter, sister, wife, mother, and thakuma, cared for everyone around her. The memories of her strength, perseverance and wisdom will be cherished forever.



Like all immigrants, in search of furthering education and opportunities, Chowdhuries were part of the founding group in 1974 to establish Bichitra as a means of bringing the Bengali community together. Gathering in family homes in those early days, a foundation was created for our culture in the Metropolitan Detroit area. She was a devoted Hindu, taught it is important to have respect for elders and upbringing. She demonstrated every virtue and she did. From early morning prayers and telling stories of ancestors to showing that an education is what will allow you to help others, she embodied all the wonderful things in life.

On a tragic family trip to India in 1986, her husband passed away but her resilience was tested to the greatest level. She knew that to see the dreams for her young children come true, she would have to gather the courage to single handedly make the trip across the world to return. Her strength as a mother in raising her children on her own shows the fortitude she carried. Her life was full of compassion for reading, cooking Bengali food, listening to music, and gardening. She enjoyed the company of friends in morning conversations, afternoon chats and dinner discussions. Her dedication carried over to being with her only grandchild. She taught him everything she held close to her, and he received her undivided love. In return, he brought the greatest joy to her life and unconditional love.

Her life of caring and kindness, beautiful voice and smile will forever be missed but never forgotten by Bichitra.

Jyotirmoy "Jyoti" Mazumder

7/9/1951 - 4/10/2021

Jyotirmoy "Jyoti" Mazumder (1951-2021), Ph.D, was the Robert H. Lurie professor of Engineering and Director of Center for Laser Aided Intelligent Manufacturing at the University of Michigan. He had a lifelong passion for his work, sciences and his family. He leaves behind a long history of excellence where he was an elected member of the USA National Academy of Engineering and foreign fellow of Indian National Academy of Engineering. Prof. Mazumder received his bachelor's degree in metallurgical engineering from Calcutta University (now the Indian Institute of Engineering Science and Technology) in 1972. He earned his diploma and Ph.D. in process metallurgy from Imperial College, London, in 1978. Prof. Mazumder was a creative inventor, scholar and educator, prolific author, scientist and dedicated father to his two sons, Debashis and Debayan and a loving husband to his wife of 38 years, Aparajita. Prof. Mazumder had an extraordinary career spanning 41 years, with 16 years at University of Illinois, Urbana-Champaign, and 25 years at University Michigan, Ann Arbor. A world-renowned scientist, he published 400 papers, co-authored books on Laser Chemical Vapor Deposition and Laser Materials Processing, held over 25 patents, edited/co-edited 10 books. He is known as a pioneer in Additive Manufacturing. He has taken his research to market by commercializing Direct Metal Deposition (DMD) technology and recently developed in-situ sensors for 3-D printing and welding that have the capability to detect defects, composition and phase transformation. Prof. Mazumder has received numerous awards and honors for his research including, Schawlow Award for seminal contribution to Laser application research from Laser Institute of America in 2003, William T Ennor Award for manufacturing from ASME in 2006, Adams Memorial Membership award from American Welding Society in 2007, Thomas A Edison Patent Award from ASME in 2010 for inventing First closed loop Direct Metal Deposition system, which will significantly enhance some aspect of Mechanical Engineering, Distinguished University Innovator Award in 2012 from the University of Michigan. Manufacturing Engineer of the Year (1986) from Society of Manufacturing Engineer, University Scholar (1985) and Xerox (1987) award from University of Illinois. He is also Fellow of American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Society of Metals (ASM), Fellow of International Academy of Photonics and Laser Engineering (IAPLE) and Laser Institute of America (LIA) where he was President (2000). Apart from all his professional accomplishments, he was a wonderful human being who was loved by so many during his life. He leaves behind a legacy of bright engineers throughout the world carrying on his teachings and research spanning decades. Jyoti will be dearly missed by his sister, Mithu, his brother-in-law Dr. Pronab Sensarma, and his nephew, Anirban. He will be deeply missed by many family members, colleagues, students and friends all over the world who loved him. His two sons, Debashis and Debayan had a father that always lived by example and instilled the value of giving your best effort to everything you do. He was a loving husband and Jyoti and Aparajita lived an exciting life building their careers, raising their children, traveling the world and enjoying wonderful moments with family and friends.



Jyoti-da will be forever loved and missed,



Ranajit Mukherjee 9/8/2021

Bichitra grieves the irreparable loss of Dr. Ranajit Mukherjee, who left for the heavenly abode on September 8, 2021.

An eminent physician, compassionate doctor, loving teacher, affectionate father and kinsman, a devoted son and a supportive husband, he touched various corners of life in our Community and beyond. He will be missed deeply. He is survived by his loving wife, Soma; his beloved daughter, Rohini; his mother, Sabita; and his sister, Runu Chakravarty.



PATHBHABAN NEWS

The Education Committee has had been following Path Bhaban Activities. During COVID Pandemic situation, Classroom activities were disrupted. Most Facilities were closed. So, Education Activities were switched to Virtual Classroom activities using ZOOM. Now the facilities are slowly opening, but the Students, Parents and Teachers are very much used to virtual classes, that they intend to continue using ZOOM. Due to Online facility, the individual Campus activities, like Tours, Get-togethers, Awards are disrupted. The Education Committee is evaluating the possibility of Hybrid Programs. So, Trips and Tours, Awards and Banquets, and such other activities can be held on normal get-together. And when Face to Face activities would more prone, Classes could return to regular classroom environment. One other difficulty is being seen; the number of students has gone down. Most students would like activities, like get-together, play, have fun, and so on. Unfortunately, Online Facility does not quite provide that.

Also, absence of face-to-face classroom activities, progress becomes slower. Individual attention is compromised.

The Virtual Classes have been possible due to intense work by Anindya Roy and Sumita Roy. It had only been possible by their positive endurance and their heartfelt love for Bengali language and culture, as well as teaching to students with appreciations. In their extremely busy professional, parental, family, and other activities, they created a Digital Library and utilized the White-Board concept to facilitate teaching. Their contribution to teaching very much appreciated.

The Classes are ongoing using ZOOM. Path Bhaban joined MILITS Drama. The students staged

a virtual drama "Lakhaner Shakti Shel" by Sukumar Roy. Student performed a great job. Path Bhaban participated in Milan Mela activity, arranged by Friends of Bangla School. Path Bhaban also virtutally participated on Banga Sanskriti

Sammelan. During Bichitra Picnic in August 2021, Path Bhaban students prepared sandwiches, which were donated to a Pontiac soup-kitchen for less fortunate. The activity was handled by Endowment Committee. The Education Committee is planning for an Award program for Students and Teachers for their volunteer activities.

Path Bhaban Alumni Aresh Chanda and Madhurima Nath joined the Ann Arbor Campus of the University of Michigan for their further studies.

Path Bhaban teachers are Sumita Roy, Anindya Roy, Pranab Saha, Maitreyee Majumdar, Sutapa Das, Chinmayee Dutta, Manju Roy, Sathi Debnath, Tanima Basu, Tapas Dey, Subhadra Bandyopadhyay, Satyen Basu.

This year's students include Anoova Basu, Adrija Basu, Aditya Chandra, Nikhil Narula, Rishi Narula, Roopkotha Dey, Mira Ghosh, Aarush Roy, Aakash Roy, Aarit Das, Aishani Das, Siddharth Maitra, Parnika Pal, Irsia Ball, Oindrila Patra, Yuri Corrado, Shanando Rambharose, Abhro Debnath, Makayla Ball, Cheryl Jones-Bell.



BICHITRA ENDOWMENT COMMITTEE (BEC)



BICHITRA ENDOWMENT COMMITTEE (BEC)



Our Mission: BEC helps less fortunate adults and kids in US and India by mobilizing the power of volunteers and the generosity of donors.

Our Story: Bichitra Social Service wing has started its journey in 1992 and since then working towards its goal by giving volunteering hours and raising fund to help others who are in need. So far BEC has donated more than \$125,000 to many noble causes and has helped various worthy organizations who are contributing to the total upliftment of humanity. Below are the few where we have donated time & money in 2021-2022:

Donation (Disbursed):

- ✓ Covid19 Relief for Kolkata during 2nd wave
- ✓ Vivekananda Society (India)
- ✓ Grace Center of Hope (Detroit MI)
- ✓ Neighborhood House (Detroit MI)

To-be disbursed:

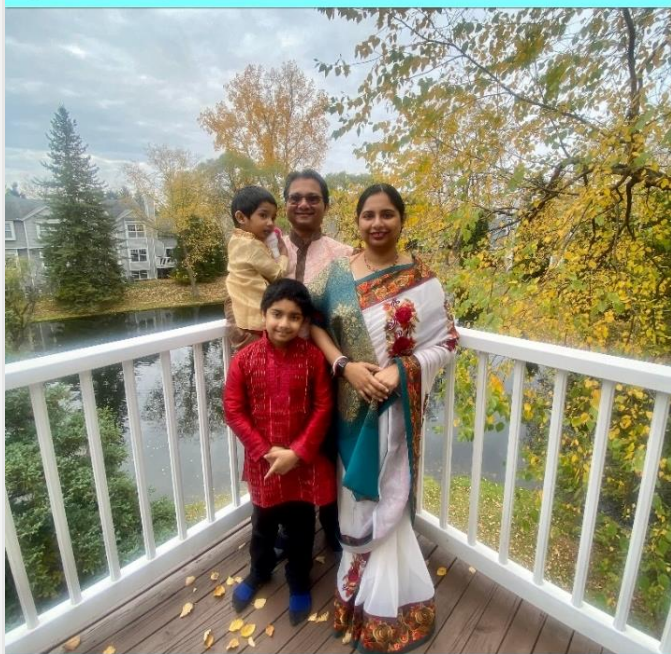
- ✓ Detroit Rescue Mission Ministries
- ✓ Avalon Healing Services
- ✓ Friendship Circle of Michigan
- ✓ DMC Children's Hospital

Together we can make a better community: We are counting on your donation to help more people who needs your help!

Thank you very much and we sincerely appreciate your generosity !



HAPPY DURGA PUJA 2021
SHARODIYA SHUBECHCHA!



CHANDRAS
SOHINI, ANIRBAN, ADITYA AND SOHAN

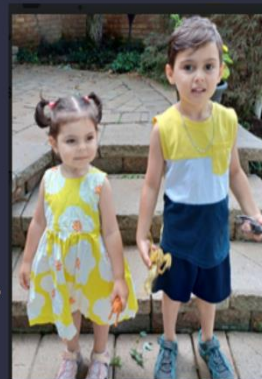


In memory of
Sibnath
Chakraborty

1952-2008



Compliments from
Velan & Asha Heliker



Sarod Shubhecha! Have a blessed Durga Pujo. From our home to yours,

~ Pradipta, Sheila, Pratik, Gayatri, Saheli and Austin.

We want to **Educate** our clients about their money, **Guide** them to make better decisions, and experience **Growth** in all areas of their life.



An advisor that puts the needs of their clients ahead of their own.

Eric Tomaszewski

Investment Advisor

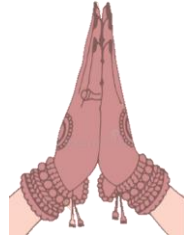
Verde Capital Management

p (248) 528-1870 | d (248) 795-2526

erictomaszewski@verdecapm.com | www.verdecapm.com



Verde Capital Management, Inc., is a registered investment adviser. All statements and opinions expressed are based upon information considered reliable although it should not be relied upon as such. Any statements or opinions are subject to change without notice. Information presented is for educational purposes only and does not intend to make an offer or solicitation for the sale or purchase of any specific securities, investments, or investment strategies. Investments involve risk and unless otherwise stated, are not guaranteed. Information expressed does not take into account your specific situation or objectives, and is not intended as recommendations appropriate for any individual. You are encouraged to seek advice from a qualified tax, legal, or investment adviser to determine whether any information presented may be suitable for their specific situation. Past performance is not indicative of future performance.



*Thank you for your generous donation to
Bichitra for Durga Puja and for hosting key
events throughout the Year.*

**PLATINUM DONORS
(\$500 OR MORE)**

Dhirendra and Manjusri Roy &
Family
Beena Nagappala
Three Anonymous Donors

**GOLD DONORS
(\$300 OR MORE)**

Debashis and Sampada Banerji
Pijush and Gouri Nandi
Debabrata and Maitreyee Paul
Susanta and Shipra Sarkar
Three Anonymous Donors

GENERAL DONORS

Atasi Bagchi and Sheel Desai
Sumit and Madhumita Basu
Madhu and Tapati Chatterjee
Sumita and Tia Choudhury
Sujit and Pompee Dutta
Alok Dutta and Shanghamitra
Sircar
Ashis and Prabhati Goswami
Pankaj and Sunanda Mallick
Keshav and Madhuparna
Rakshit
Manoranjan and Sutapa Santra
Debabrata and Sharmistha
Sarkar
Sankar and Sharmila Sengupta
Patel Brothers of Troy, MI
Three Anonymous Donors

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।



ডাঃ নাল গোপাল ব্যানার্জি

nexthermal.com // sales@nexthermal.com // (269) 964-0271

nexthermal®
smart heat management

